GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182 OC

. No. 873.3.

N. L. 38.

MGIPC—S8—37 LNL/55—14-3-56—30,000.

## NATIONAL LIBRARY.

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna will be charged for each day the book is kept beyond a month. (Rare book)

28 DEC 1956

113

27 SEP 1958

12

8/12/66

N. L. 44.

MGIPC—S3—30 LNL/55—15-12-55—20,000.

182. Oc. 873. 3. RARE BOOK

# হুতোমপ্যাঁচার নক্সা।

( প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ )

স্বর্গীয় মাহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্বর্গাদিদমনুপ্রাপ্তমাচার্য্যমুখকন্দরাৎ।
প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্বস্যাত্মনস্তথা।
চিত্তবৃত্তেশ্চ দত্তাস্মৈ প্রতিভা পরিমার্জ্জিতা॥

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা।

১১৫।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১

NATIONAL LIBRARY ★ CALCUTTA ★
No. 4413
DATE 12/10/69

# ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা।

আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েছে। বেওয়ারিস্ লুচির ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি ক'রে খেলা করে, তেম্নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন ; যদি কেউ ওয়ারিসান থাক্‌তো, তা হ'লে একে স্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তা-নাবুদ হতে পেতো না—তা হ'লে হয় ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁসি যেতেন, কেউ বা কয়েদ থাক্‌তেন ; সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিষ নাই যে, আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে বসেছেন—বেশির ভাগই একচেটে, কাজে কাজেই এই নক্সাই অবলম্বন হয়ে পড়্‌লো। কথায় বলে এক জন বড়মানুষ, তাঁরে প্রত্যহ নতুন নতুন মস্করামো দেখাবার জন্য, একজন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন ; সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড়মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কত্তো। কিছু দিন যায়, একদিন আর সে নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা মুটে ভাড়া ক'রে বড়মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত ; বড়মানুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে ঝাঁকা মুটের ওপর ব'সে আস্‌তে দেখে বল্লেন, ভাঁড়! এ কি হে ?" ভাঁড় বল্লে, "ধর্ম্মাবতার ! আজ্‌কের এই এক নতুন !" আমরাও এই নক্সাটী পাঠকদের উপহার দিয়ে 'এই এক নতুন' বলে দাঁড়ালেম—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তিরস্কার বা পুরস্কার করুন।

কি অভিপ্রায়ে এই নক্সা প্রচারিত হলো, নক্‌সাখানির ভূপাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন ; কারণ, এই নক্‌সায় একটী কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই। সত্য বটে, অনেকে নক্‌সাখানিতে আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটী যে তিনি নন, তা বলা বাহুল্য। তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করেচি। এমন কি, স্বয়ংও নক্‌সার মধ্যে থাক্‌তে ভুলি নাই।

নক্‌সাখানিকে আমি একদিন আরসি ব'লে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম ; কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই

আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায়, তারই তদ্বির ক'রে থাকেন। কিন্তু নীলদর্পণের হাঙ্গাম দেখে শুনে—* * * মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আজ সাহস হয় না; সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ্ করবেন।

আশমান
১৭৮৪ শকাব্দা।

BENGAL LIBRARY
28 SEP 1904
WRITERS BUILDINGS

---

## দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা।

পাঠক! হুতোমের নক্‌সার প্রথম ভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হলো। যে সময়ে এই বইখানি বাহির হয়,সে সময়ে লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশে) পড়্‌বেন। যাঁরা সহৃদয়, সর্ব্বসময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালা সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা কর্‌রেন, তাঁরা হুতোমের নক্‌সা আদর করে পড়েন, সর্ব্বদাই অবকাশ-রঞ্জন করেন। যেগুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযাত্র, পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদ্‌সা, তারা "দেখি হুতোম আমায় গাল দিয়েছে কি না?" কিম্বা "কি গাল দিয়েছে" বলেও অন্তত লুকিয়ে পড়েছে; সুদ্ধ পড়া কি,—অনেকে শুধ্‌রেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি,বদমাইসী,বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েচে। এ কথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটী সাধারণের ঘরকন্নার কথা।

পাঠক! কতকগুলি আনাড়ীতে রটান, "হুতোমের নক্‌সা অতি কদর্য্য বই; কেবল পরনিন্দা. পরচর্চ্চা, খেঁউড় ও পচালে পোরা! শুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থে কতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েছে।" এটী বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম; একবার কেন, শতেক বার মুক্তকণ্ঠে বল্‌বো—ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়; হুতোম তত দূর নীচ নন যে, দাদা তোলবার কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন। জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্‌সা প্রসব করেচে, সেই কলমই ভারতবর্ষের নীতিপ্রধান ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রের প্রধান উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র বিচিত্র চিৎওৎকর্মবিধায়ক, মুমুক্ষু, সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্ত-অন-

লম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক ; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জান্‌বেন যে, অজাগর ক্ষুধিত হলে আরস্কুলা খায় না, ও গায়ে পিঁপড়ে কাম্‌ড়ালে ডঙ্ক ধরে না। হুতোমে বর্ণিত বদ্‌মাইস ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।

তবে বল্‌তে পারেন, কেনই বা কল্‌কেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তর্ব্বর্ত্তী হলেন ; কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে, প্যালানাথকে, পদ্মলোচনকে মজ্‌লিসে আনা হলো ; কেনই বা ছুঁচো শীল,প্যাঁচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন্ দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর ও * * * হজুর আলী, আর পাঁচটা রাজা-রাজ্‌ড়া থাক্‌তে আনোরে এলেন ? তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্‌সা বঙ্গসাহিত্যের নূতন গহনা ও সমজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি। যদি ভাল করে চ'কে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হতো, তা হলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হাতা। এমন কি, এত ঘর ঘাঁসা হয়ে এসেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরচরিচিত বন্ধুরে নক্‌সায় চিন্‌তে পারেন না ; ও কি জন্য কোন্ গুণে তাঁদের মজ্‌লিসে আনা হলো, পাঠ কর্‌বার নময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষগুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।

* * * * মহারাজের মোক্তার, মহারাজের জন্যে, মেছোবাজার হতে উৎকৃষ্ট জরীর লপেটা জুতো পাঠান। মহারাজ চিরকাল উড়ে জুতো পায়ে দিয়ে এসেচেন, লপেটা পেয়ে মনে কল্লেন, সেটী পাগ্‌ড়ীর কল্‌কা ; জন্মতিথির দিন মহাসমারোহ করে ঐ লপেটা পাগ্‌ড়ির উপর বেঁধে মজ্‌লিসে বার দিলেন। সুতরাং পাছে স্বকপোলকল্পিত নায়ক হুতোমের পাঠকের নিতান্ত অপরিচিত হন, এই ভয়ে সমাজের আত্মীয় অন্তরঙ্গ নিয়ে ও স্বয়ং সং সেজে মজ্‌লিসে হাজির হওয়া হয়। বিশেষতঃ "বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে কেন নাই ?" বাঙ্গালী সমাজে বিশেষতঃ সহরে যেমন কতকগুলি পাওয়া যায়, কল্পনার অনিয়ত সেবা করে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে, তাঁদের হতে উৎকৃষ্ট জীবের বর্ণনা করেন।

হুতোমের নক্সার অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানাওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান। কেহ বা, "হুতোমের উতোর" বলে, "আপনার মুখ আপনি দেখেন ও দেখান।" হনুমান্ লঙ্কা দগ্ধ করে সাগরবারিতে আপনার মুখ আপনি দেখে জ্ঞাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয়, তার প্রার্থনা করেছিলেন ; উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক ! কিন্তু কতদূর সফল হলেন,তার ভার পাঠক ! তোমার বিবেচনার উপর নির্ভর করো। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্র দ্বারা ভিক্ষা করে, পরপরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়।

ফলে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকার, হুতোমের বমন-অপহরণ করে, বামনের চন্দ্রগ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্সার উত্তর দিতে উদ্যত হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে, কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে, বেচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহুদিন ঐ ব্যবসা চল্লো না ; সাতপেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোড়া ও হোঁসেন খাঁর জিনির মত ধরা পল্লো, সহৃদয় সমাজ জান্‌তে পাল্লেন যে, গ্রন্থকারের অভিসন্ধি কি ? এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই, তাঁরে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে, প্রার্থনা করেন। সে পত্র এই—

## জগদীশ্বরায় নমঃ।

মহাশয় ! "আপনার মুখ আপনি দেখ" পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া পাঠকসমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদরণীয় হইবে, পূর্ব্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় অনেকানেক পাঠক মমাশয়েরা উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া, "দেশাচার-সংশোধন-পক্ষে পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে" এমত বলিয়াছেন ; তাহাতেই শ্রম সফল এবং পরম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।

প্রথম খণ্ডে "দ্বিতীয় খণ্ড আপনার মুখআপনি দেখ প্রকাশিত হইবেক," এমত লিখিত হওয়ায়, অনেকেই তদ্দর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন ; ( তাঁহারা পাঠক এবং সম্প্রদায়িক এই মাত্র। ) উপস্থিত মহৎকার্য্য, পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ মহাশয়-মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং সাহায্যপ্রদান ব্যতীত, কোনমতে সম্পাদিত হইতে পারে না। আপনার নিঃস্বভাব, ধনব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই। এ কারণ, এই মহৎকার্য্য মহল্লোকের কৃপাবর্ত্মে না দণ্ডায়মান হইলে, কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না। আর সাধারণ লোকের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এ বিষয় সমাধা হইবার নহে। ধনী, ধীর, স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকারক এবং দেশের হিতেচ্ছুকই এই মহৎকার্য্যে উৎসাহদাতা ; এ বিধায় মহাশয় ব্যতীত এ বিষয়ের সাহায্য আর কেহই হইতে পারেন না। আপনার দাতৃত্বতা পরোপকারিত্বতা ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ-সৌরভ-গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে ; ভারত আপনার যশ রূপযশ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার-সংশোধন-পক্ষে মহাশয় বাঙ্গলা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্ত্তা, বর্ত্তমানে মহাশয়ের মতানুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য বিবচনা করিয়া আপনার কৃপাবর্ত্মে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলাম। মহাশয় কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য প্রদান করিলে সত্বরেই দ্বিতীয় খণ্ড "আপনার মুখ আপনি দেখ" পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি। নিবেদন ইতি ১২৭৪ সাল ; তারিখ২৩এ জ্যৈষ্ঠ—

পুঃ—

লিপিখানিতে ডাক ষ্ট্যাম্প প্রদান করা বিধেয় বিবেচনা করিলাম না। না দেওয়ায় অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয়তঃ, অনুজ্ঞার আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম।

কৃপাবলোকন, যেরূপ অনুজ্ঞা হইবেক লিখিয়া বাধিত করিবেন।—

কা, য়া রূপ কারাবাসে : কা, কালে আয়ুঃনাশে ভো, লা মন ভাবে না ভুলিয়ে।
ব লি, তারে সুবচনেঃ চ লি, তে সুজন সনেঃ হেলা করে খেলায় মাতিয়ে॥
সদা প্র, মদেতে মত্তঃ ত্যজি প্র, সঙ্গে তত্বঃ নিত্য না, চে কুসঙ্গের সনে।
তত্ব র স, পরিহরিঃ বৃথা র স, পান করিঃ মনম থ, অনুক্ষণ মনে॥
ভারতে ত ন্ন, তা করি আভদ ভি ন্ন, তা হরিঃ দেখাইছে মু, ক্তির সোপান।
মন যদি ব সি, তায়ঃ ত্যজে পাপ ম সি, হায়ঃ ঋষি মুনি মু খো, গুণ গান॥
ভারত বেদের অ ং, শঃ শ্রবণে কলুষ ধ্ব ং, শঃ ভারতে ফুরত পা, প হরে।
হরি গুণ দসত ক হ, ভারত লইয়া র হ, ভগবত কর আধ্যা, নরে॥

হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে এই ভিক্ষুকের পত্রখানি অপ্রচারিত রাখা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু কতকগুলি স্কুলবয় ও আনাড়ীতে বাস্তবিকই স্থির করে রেখে-চেন যে, "আপনার মুখ আপনি দেখ" বইখানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর ও বটতলার পাইকেরেরাও ঐ কথা বলে হুতোমের নক্সার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বইখানি বিক্রী করেন বলেই, ঐ হতভাগা ভিক্ষুকের পত্রখানি অবিকল ছাপান গেল।—এখন পাঠক! তুমি ঐ পত্রখানই পাঠ করে জান্‌তে পারবে, হুতোমের নক্সার সঙ্গে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকারের কিরূপ সম্পর্ক।

শক্রঘ্নপুর,
১লা এপ্রেল।

শ্রীতালা হুল্ ব্ল্যাক্ ইয়ার্ হয়ার্
প্রকাশক।

A6/2 151
28 SEP 1904
WRITERS' BUILDINGS

# হুতোমপ্যাচার নক্সা

## কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ।

"কহই টুনোয়া———
সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি"——টুনোয়ার টপ্পা।

কলিকাতা সহরের চার দিকেই ঢাকের বাজ্না শোনা যাচ্চে, চড়্কীর পিঠ সড়্ সড়্ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে—; সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাথায় জরির টুপি, কোমরে চন্দ্রহার, সিপাই-পেড়ে ঢাকাই শাড়া মালকোচা ক'রে পরা, তারকেশ্বরে ছোপান গাম্ছা হাতে, বিল্বপত্র-বাঁধা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারির আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ী গাজন!"

কোম্পানীর বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন। সেকালে নিম্‌কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম ক'রে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড়মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদি বড়মানুষ কব্‌লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে—বাবুদের নিজের একটী দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারি ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়ীতে ক্রিয়ে-কর্ম্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলা ও আক্‌বরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্য সেবা হয়ে থাকে।

এ দিকে ঢুলে বেয়ারা, হাড়ী ও কাওরা নূপুর পায়ে, উত্তরী সূতা গলায় দিয়ে

নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে ক'রে প্রত্যেক মদের দোকানে, বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সঙ্গতে নেচে বেড়াচ্চে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখীর পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরুমশায়ের পাঠশালা বন্ধ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ী ক'রে তুলেছে; আহার নাই, নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্টে রপ্টে বেড়াচ্চে; কখন "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্চে; কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়্‌চে; কখন ঢাকের পেছনটা ডুম্ ডুম্ ক'রে বাজাচ্চে—বাপ-মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যায়রাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাঁটা ঝাঁপ। আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কাণে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে একমুটো বিল্বপত্র নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবু তারে নমস্কার কল্লেন; মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোপ ফরাসের উপর দিয়ে বাবুর মাথায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,—বাবু তটস্থ!

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লকে টাং টাং টাং ক'রে পাঁচটা বাজ্‌লো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। সহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফ ড্রাইভিং, বগী ও ব্রাউহ্যামে ক'রে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্লেন। দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরই পেছোনে মালভরা মোদাগাড়ী চল্লো; পাছে লোক জান্‌তে পারে, এই ভয়ে কেউ সে গাড়ীর সহিস-কোচম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ ক'রে দেচেন। কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন; বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন, খাতির নদারৎ!—কুঠীওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখে, চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ঢাক বাজ্‌তে লাগ্‌লো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে. কেহ ভক্তিযোগে হাঁটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েছে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্চে। প্রায় আধ ঘণ্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে! বাড়ীর ভিতরে খবর গেল; গিন্নীরা পরস্পর বিষণ্ণবদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে" ব'লে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্‌লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয় মূলসন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাক্‌বে, সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়," এই ব'লে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ কল্লে; অবশেষে গুরু-পুরুত ও গিন্নীর ঐক্য-

যতে বাড়ীর কর্ত্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে, ফুল ত পড়ে না!" সন্ধ্যা হয়—বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোষাক পরা, রুমালে বোকো মেখে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান, কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের ক্রিয়ে-কাণ্ড বন্ধ করা হয় না; অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌কান প'রে সাজগোজ সমেতই গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ীর দরওয়ানেরা আগে আগে সার গেঁতে চল্লো; মোসাহেবরা বাবুর সমূহ বিপদ মনে ক'রে বিষণ্ণ-বদনে বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগ্‌লো।

গাজনতলায় সজোরে ঢাক-ঢোল বেজে উঠ্‌লো, সকলে উচ্চস্বরে "ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" ব'লে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লো; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাতপাখা দুপাশে চল্‌তে লাগ্‌লো, বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পার্‌তো যে, আজ বাবু বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দুহাত একত্র ক'রে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ ক'রে রেশমী রুমাল গলায় দিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরোহিত শিবের কাছে "বাবা ফুল দাও, ফুল দাও," বারংবার বল্‌তে লাগ্‌লো, বাবুর কল্যাণে এক ঘটী গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাথায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাথা ঘুরুতে লাগ্‌লো, আধ ঘণ্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাথা থেকে এক বোঝা বিল্বপত্র স'রে পড়্‌লো! সকলের আনন্দের সীমা নাই, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" ব'লে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই ব'লে উঠ্‌লো, "না হবে কেন—কেমন বংশ!"

ঢাকের তাল ফিরে গেল। সন্ন্যাসীরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে কাছের পুকুর থেকে পরশু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাজনতলায় বিশ মাটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ...্যাঙ্গান হলো; কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে বসে গেলে, পুরুত তার উপর গঙ্গা-জল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল গামছা বেঁধে তার দুদিকে টানা ধল্লে,—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। উঃ! "শিবের কি মাহাত্ম্য!" কাঁটা ফুট্‌লে বল্‌বার যো নাই! এদিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু এক-...ন কুটেল চোরা-গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েছেন, ...ন কচ্চেন, বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জান্‌তে পাল্লে না। ক্রমে সকলের ঝাঁপ খাওয়া ফুরুলো; একজন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উল্টো ঝাঁপ খেলে; সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানাটানি কত্তে

লাগ্‌লেন—"গিন্নীরা ব'লে দিয়েচেন,ঝাঁপের কাঁটার এমনি গুণ যে, ঘরে রাখ্‌লে এ জন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না।"

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ থাম্‌লো। সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। "বেলফুল!" "বরফ!" "মালাই!" চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্ধ হয়েছে. অথচ খদ্দের ফিচ্চে না। ক্রমে অন্ধকার গা-ঢাকা হয়ে এলো; এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তি-পুরে ডুরে উড়্‌নি আর সিমলের ধুতির কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায়, ঢু মেরে মেরে বেড়াচ্চেন; এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন, আবার ময়দা-পেষা দেখে বাড়ী ফির্‌বেন! মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা, চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণাগাছির গলি ও আহিরীটোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন, কেউ তাঁরে চিন্‌তে পার্‌বে না; আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে, কেসে, হেঁচে লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর ছদণ্ড আয়েস ক'রে থাকেন!"

সৌখীন কুঠীওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ ক'রে সেতারটী নিয়ে বসে-চেন। পাশের ঘরের ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার ক'রে—বিদ্যেসাগরের বর্ণপরিচয় পড়্‌চে। পীল ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্‌তে শিখ্‌চে। স্যাক্‌রারা দুর্গাপ্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই একখানা কাপড়, কাঠ-কাট্‌রা ও বাসনের দোকান বন্ধ হয়েছে; রোকোড়ের দোকানদার ও পোদ্দার সোণারবেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ত কাট্‌চে। শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীপ হাতে ক'রে ওঁচা পচা মাচ ও লোণা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গামছাকাঁধে, ভাল মাচ নিবি?" "ও খেংরা-গুঁপো মিন্সে, চার আনা দিবি," ব'লে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দুই একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালেরা লাঠি হাতে ক'রে কাণা সেজে"অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ" ব'লে ভিক্ষা ক'রে মৌতাতের সম্বল কচ্চে। এমন সময় বাবুদের গাজনতলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" চীৎকার হতে লাগ্‌লো; গোল উঠ্‌লো, এবারে ঝুলসন্ন্যাস। বাড়ীর সাম্‌নের মাঠে ভারা-টারা বাঁধা শেষ হয়েচে; বাড়ীর ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হুজুরেরা দরওয়ান,চাকর ও চাকরাণীর হাত ধ'রে গাজনতলায় ঘুর্‌ ঘুর্‌ কচ্চেন।

ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জেলে তারার নীচে ধল্লে; একজনকে তার উপর-পানে পা ক'রে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুঁড়ো ধুনো ফেল্‌তে লাগ্‌লো ; ক্রমে একে একে অনেকে ঐ রকম ক'রে ঝুল্লে, ঝুলসন্ন্যাস সমাপন হলো ; আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের মত সেতার বাজ্‌তে লাগ্‌লো, "বেল ফুল" "বরফ" ও "মালাই" যথামত বিক্রী কর্‌বার অবসর পেলে ; শুক্রবারের রাত্রির এই রকমে কেটে গেল।

আজ নীলের রাত্রি! তাতে আবার শনিবার ; শনিবারের রাত্রে সহর বড় গুল্‌জার থাকে! পানের খিলির দোকানে বেললণ্ঠন আর দেয়ালগিরী জল্‌চে। ফুর্‌ফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর ক'রে বেরিয়ে, যেন সহর মাতিয়ে তুলেচে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়ীতে খেম্‌টা নাচের তালিম হচ্ছে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুঙুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন। কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা একজন চোর ধ'রে বেঁধে নে যাচ্চে—তার চারিদিকে চার পাঁচ জন হাস্‌চে আর মজা দেখ্‌চে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে ; তারা যে একদিন ঐ রকম দশায় পড়্‌বে, তায় ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজনতলায় চিৎপুরের হর। ওদের মাঠে সিঙ্গির বাগানের প্যালা! ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালী। আজ সহরের গাজনতলায় ভারী ধূম—চৌমাথার চৌকীদারের পোহাবারো! মদের দোকান খোলা না থাক্‌লেও সমস্ত রাত্রি মদ বিক্রী হবে, গাঁজা অনবরত উড়্‌বে, কেবল কাল সকালে শুন্‌বেন যে—"ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘটীটী পাচ্চে না," "পালেদের এক ধামা পিতলের বাসন গেছে ও গন্ধবেণেদের সর্ব্বনাশ হয়েছে।" আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায়—থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হোর্‌রা ও "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এ দিকে গির্জ্জার ঘড়ীতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং ক'রে রাত চারটে বেজে গেল—বারফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েচে। উড়ে বামুনেরা ময়দার দোকানে ময়দা পিষ্‌তে আরম্ভ করেচে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাকৃতে আরম্ভ করেচে ; দু একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব শোনা যাচ্চে ; এখনও মহানগর যেন নিস্তব্ধ ও লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন,—"রামের মা চল্‌তে পারে না", "ওদের ন বউটা কি বজ্জাত মা", "মাগী যেন জক্কী" প্রভৃতি নানা

কথার আন্দোলনে রত দুই এক দল মেয়েমানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েছেন। চিৎ-পুরের কসাইরা মটনচাপের ভার নিয়ে চলেছে। পুলিসের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোঁদ সেরে মস্ মস্ ক'রে থানায় ফিরে যাচ্চেন।

গুপুস্ ক'রে তোপ পড়ে গেল! কাকগুলো "কা কা" ক'রে বাসা ছেড়ে ওড়্-বার উজ্জুগ কল্লে। দোকানীরা দোকানের ঝাপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম ক'রে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুঁকার জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্চে। ক্রমে ফর্সা হয়ে এলো—মাছের ভারীরা দৌড়ে আস্তে লেগেচে—মেচুনীরা ঝগ্ড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েছে। বদ্দিবাটীর আলু, হাসনানের বেগুন বাজ্‌রা বাজ্‌রা আস্‌চে। দিশি বিলিতী যমেরা অবস্থা ও রেস্তমত গাড়ী পাল্কী চড়ে ভিজিটে বেরিয়েছেন। জ্বর বিকার ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব না পড়্‌লে এদের মুখে হাসি দেখা যায় না। উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গো-দাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি ক'রে নেছেন, কলিকাতা সহরেও দুচার গো-দাগাকে প্রাকৃটিস্ কত্তে দেখা যায়, এঁদের অষুধ চমৎকার; কেউ বলদের মতন রোগীর নাক ফুঁড়ে আরাম করেন; কেউ শুধু জল খাইয়ে সারেন। সহুরে কবিরাজেরা আবার এঁদের হতে এককাটি সরেশ—সকল রকম রোগেই সন্ত মৃত্যুশর ব্যবস্থা ক'রে থাকেন—অনেকে চাণক্য শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেছেন!

টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরে কাপড় বগলে ক'রে স্নান কত্তে চলেচে; আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ী সকাল সকাল যেতে হবে। আদবুড়ো বেতোরা মর্ণিং ওয়াকে বেরুচ্চেন। উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে ক'রে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিশ-ম্যান, হরকরা, ফিনিক্স, এক্সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েছে। হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকেরা পান না—ইংরাজী কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেক্সন্-লেখা কেরাণীর মত কলুর ঘানির বলদ বদলী হলো; পাগড়িবাঁধা দলের প্রথম ইন্‌ষ্টল্‌মেণ্টে—শিপ্‌সরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরে পরামাণিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন। আজ গবর্ণমেণ্টের আফিস বন্ধ; সুতরাং আমরা ক্লার্ক, কেরাণী, বুক্‌কিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখ্‌তে পেলাম না। আজকাল ইংরাজী লেখা-পড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধ'রে আফিসে যান—পাগড়ি প্রায় উঠে গেল—দুই একজন সেকেলে কেরাণীই চিরপরিচিত পাগ্‌ড়ির মান রেখেছেন; তাঁরা পেন্সন নিলেই আমরা আর কুঠীওয়ালা বাবুদের মাথায়

পাগড়ি দেখ্‌তে পাব না ; পাগড়ি মাথায় দিলে, আলবার্টফেশনের বাঁকা সিথেটী ঢাকা পড়ে, এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েছে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েছে ; হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হোক না চোটাখোর বেণের ঘরে ও টাকাওয়ালা বাবুদের বাড়ীতে একবার যেতেই হবে। "কার বাড়ী বিক্রী হবে," "কার বাগানের দরকার," "কে টাকা ধার কর্‌বে," তারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার-বেণে সহুরে বাবু, দালাল চাকর রেখে থাকেন ; দালালেরা শীকার ধরে আনে—বাবুরা আড়ে গেলেন !

দালালী কাজটা ভাল, "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়ী-ঘোড়ায় চ'ড়ে দালালী কত্তে দেখা যায় ; অনেক "রেস্তহীন মুচ্ছুদ্দি" চারবার "ইন্সল্‌ভেন্ট" হয়ে এখন দালালী ধরেছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে "কলাগেছে থাম" ফেঁদে ফেল্লেন এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন হেন কর্ম্মই নাই। পেসাদার চোটা-খোর বেণে—ও ব্যাভারবেণে বড়মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেঁউতিজাল পাতা থাকে ; দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন ; সুতরাং মনের মত কোটাল হলে চুনো-পুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়ীতে ঢং ঢং ঢং ক'রে সাতটা বেজে গেল। সহরে কাণ পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চারদিকে ঢাকের বাদ্যি, ধুনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতো, শোন, সাপ, ছিপ, বাঁশ ফুঁড়ে, একবারে মোরিয়া হয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে কালীঘাট থেকে আস্‌চে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ারগোচের ভদ্রলোকে পরিপূর্ণ ; সখের দলের পাঁচালী ও হাপ্‌আকড়ায়ের দোহার, গুলগার্ডনের মেম্বরই অধিক—এঁরা গাজন দেখ্‌বার জন্য ভোরের বেলা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড়মানুষদের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে। কেউ সিভিলিজেশনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন। কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—"সাত-পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন ; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা ! কি করেন, বড়দাদা সেজো পিসে বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনো কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তলওয়ার ফোঁড়া দেখ্‌তে ভালবাসেন ; প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর, ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটীকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান

দেখ্‌তে বেরোন। অনেকে বুড় মিন্সে হয়েও হীরে-বসান টুপি, বুকে জরির কার-চোপের কর্ম্মকরা কাবা ও গলায় মুক্তার মালা, হীরের কন্ঠী, দু হাতে দশটা আংটী পরে, "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয় ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাটবৎসর—ভাগ্নের চুল পেকে গেচে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ ক'রে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হলে, ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগেঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোণা লাগ্‌ত, এখন লোণা লাগার বদলে আর একটী বড় জিনিস লেগে থাকে—অনেকে তার দরুণ একবারে আঁৎকে পড়েন; ঘাগি গোচের পাল্লায় প'ড়ে শেষ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাড়ী যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই এক জন জমিদার প্রায় বারো মাস এইখানেই কাটান; দুপুর বেলা ফেটিং গাড়ী চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের ছেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ বার মো-সাহেব সঙ্গে, বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা; দেখ্‌লেই চেনা যায় যে, ইনি একজন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্ত্তিমান্ মা! বিসর্জ্জন, বারোইয়ারী, খ্যাম্‌টা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত; মধ্যে মধ্যে খুনী মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা-ঢাকা দেন। রবিবার, পাল-পার্ব্বণ, বিসর্জ্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে গুজে গাড়ী চোড়ে বেড়ান।

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এইরকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ, দুই একজন জমিদার মধ্যে মধ্যে কালকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোণাগাছিতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাঁদের চালচুল দে'খে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর, বোড়স্থা, ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা ক'রে, চব্বিশ ঘণ্টা সোণা-গাছিতেই কাটান, লোকের বাড়ী চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধ'রে যুগলবেশে জ্যেঠা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতী কেনেন। পেমেণ্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গী উপস্থিত হয়—পেড়াপীড়ি হলে দেশে স'রে পড়েন—সেথায় রামরাজ্য!

জাহাজ থেকে নূতন সেলার নাম্‌লেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে, সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড়মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল পেস হন। দালাল, বাবুর সদর-মোক্তারের অনুগ্রহে, বাড়ী ভাড়া করা, খ্যামটা নাচের বায়না করা প্রভৃতি

রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটীকেল এজেণ্টের কাজ করেন। বাবুকে প পুকুরের বাগান, এশিয়াটিক সোসাইটীর মিউজিয়ম—বালির ব্রিজ,—বাগবাজা খালের কলের দরজা—রকমওয়ারি বাবুর সাজানা বৈঠকখানা—ও দুই এ নামজাদা বেশ্যার বাড়ী দেখিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেলতে পারলে দাল লের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকার টানাটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেণ্টী কর্ম্মে মকরর হন।

আজকাল সহরের ইংরাজী কেতার বাবুরা দুটী দল হয়েছেন; প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বষ্ঠ,দ্বিতীয় "ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ"; প্রথম দলের সকল ইংরাজী কেতা,টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকাণ্টরে ব্রাণ্ডি ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া; হরকরা, ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সাম্‌নে থাকে 'পোলিটিক্স' ও 'বেষ্ট নিউস অব দি ডে' নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁছেন! এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা, একবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এঁরাই ওল্ড ক্লাস!

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাম্বর মিত্র প্রভৃত সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বল্‌তে গেলে এঁরা এক রকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ ক'রে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেইরূপ স্বার্থসাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "কেমন ক'রে আপনি বড় লোক হব," "কেমন ক'রে সকলে পায়ের নীচে থাক্‌বে," এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁফে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূরপরিহার—চার আনার বেশী দান নাই!

সকাল বেলা সহরের বড়মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ীর হেড কেরাণী তীর্থের কাকের মত বসে আছেন। তিন চারটী "ইকুটী," দুটী "কমন্‌লা" আদালতে ঝুল্‌চে। কোথাও পাওনাদার, বিল-সরকার, উট্‌নোওয়ালা মহাজন, খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন চার মাস হাঁট্‌চে; দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। 'শমন' 'ওয়ারিন' 'উকীলের চিঠি' ও 'সফিনে' বাবুর অলঙ্কার হয়েছে। নিন্দা, অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী, ছলনা মনে করে অন্তর্দ্দাহ হচ্চে। "থ্যায়সা দিন নেহি রহেগা"

অঙ্কিত আঙ্গটী আঙ্গুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি লাভ কত্তে পাচ্চেন না। কোথাও একজন বড়মানুষের ছেলে, অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে, কান্নে-খেকো ঘুঁড়ীর মত ঘুরচেন। পরশু দিন "বউ বউ" "লুকোচুরি" "ঘোড়া ঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দেওয়ানজীর কুটকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকীলের বাড়ীর বাবুর পাকা চালে নজর রেখে স'রে বস্‌তে হবে, নইলে ওঠ্‌সার কিস্তিতেই মাত! ছেলের হাতে ফল দেখ্‌লে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষ তো কোন্ ছার;—কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু" কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তার "মেজো পিসের মামার খুড়োর পিস্‌তুতো ভেয়ের মামাতো ভাই" পরিচয় দিয়ে পেস হচ্চেন; 'উমেদার, 'কন্যাদায়' (হয় ত কন্যাদায়ের বিবাহ হয় নাই) নানারকম লোক এসে জুঠ্‌চেন; আসল মতলব দ্বৈপায়ন-হ্রদে ডোবান রয়েছে, সময়ে আমলে আস্‌বে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েচে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পূরে গেছে। নানা রকম রকম বেশ—কারুর কফ্ ও কলারওয়ালা কামিজ, রূপোর বগলস আঁটা শাইনিং লেদর; কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়নাকোট; হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গার্ড-চেন গলায়; আলবার্ট ফেশানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দু পাশে অনেক আমোদগেলা মহাশয় দাঁড়িয়েছেন, ছোট আদালতের উকীল, সেক্সন রাইটর, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে, তেলী, ঢাকাই কামার আর ফলারে যজ্‌মেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটী মেয়ে—কারু তিন্‌টে ছেলে।

কোথাও পাদ্‌রী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাছে ক্যাটিকৃষ্ট ভায়া—স্ববর্দ্ধন চৌকিদারের মত পোষাক—পেন্‌টুলন, ট্যাংটাঙে চাপকান, মাথায় কাল রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী সুরে হাত-মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা একমনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট বল্‌চেন, কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চে না। পূর্ব্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপমার সঙ্গে ঝকড়া ক'রে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হত; কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েচে—আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়!

চিৎপুরের বড় রাস্তায় মেঘ কল্লে কাদা হয়—ধুলোয় ধুলো; তার মধ্যে ঢাকের গট্রার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ী বাঁশ বেঁধে কাঁধে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ী বাজাতে বাজাতে

চলেচে—তার পেচোনে এলো মেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়ীরা দল বেঁধে ঢোলের সঙ্গেতে "ভোলা বোম্ ভোলা বড় রঙ্গিলা, লেংটা ত্রিপুরারি শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা," ভজন গাইতে গাইতে চলেচে তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তক্মাওয়ালা দরওয়ান, হরকরা, সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায়, শিব ও পার্ব্বতী-সাজা সং। তার পেচনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকি ফুঁড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেচে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার চিংড়িমাছ বাঁধা। সেট্‌কে সেট্ ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ ক'রে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগ্নে, ছোট ভাই বা পিস্‌তুতো ভেয়েরা গাড়ী চ'ড়ে চলেছেন—তাঁরা রাত্রি তিনটের সময় উঠেছেন, চোক লাল টক্ টক্ কচ্চে, মাথা ভবানীপুরে, কালীঘেটে ধুলোয় ভরে গিয়েছে। দর্শকেরা হাঁ ক'রে গাজন দেখ্‌চেন, মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোড়া খেপেচে—হুড় মুড ক'রে কেউ দোকানে কেউ থানার উপর পড়্‌চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়্‌চেন না!

ক্রমে পুলিসের হুকুমমত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট-ঘড়ী খুলে দেখ্‌লেন, সময় উত্‌রে গেছে, অমনি মার্শাল ল জারি হলো, "ঢাক বাজালে থানায় ধরে নিয়ে যাবে।" ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়্‌বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে ক'রে চুপে চুপে বাড়ী এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে ফিরে গেলেন।

সহরটা কিছুকালের মত জুড়ুলো। বেণোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুক্‌লো। সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাতপাখার বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেল্লে। গাজনতলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো—এ বচ্চরের মত বাণ-ফোঁড়ার আমোদও ফুরালো। এই রকমে রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্বকালের এক বৎসর গেল দেখিয়া যুবক-যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দ্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গেল দেখে আহ্লাদের পরিসীমা রইল না। আজ বুড়টী বিদেয় নিলেন, কাল যুবটী আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড় বৎসরের অধীনে আমরা যে সব কষ্ট ভোগ করেচি, যে সব ক্ষতি স্বীকার করেচি—আগামীর মুখ চেয়ে, আশার মন্ত্রণায়, আমরা সে সব মনে থেকে তাঁরই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূতকাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্ত্তমান বৎসর স্কুল মাষ্টারের মত গম্ভীর ভাবে

এসে পড়্লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত! জেলার পুরাণ হাকিম বদলী হলে, নীল-প্রজাদের মন যেমন ধুক্‌পুক্ করে, স্কুলে নূতন ক্লাসে উঠ্‌লে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক যেমন গুর্ গুর্ করে—মড়্‌ঞ্চে পোয়াতীর বুড় বয়সে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়, পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়্লেন।

ইংরেজেরা নিউইয়ারে বড় আদর করেন। আগামীকে দাঁড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ করে ন্যান—নেসার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙ্গালীরা বছরটী ভাল রকমেই যাক্ আর খারাবেই শেষ হোক্, সজ্‌নেখাড়া চিবিয়ে, ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধুলো দিয়ে, পুরাণকে বিদায় দেন। কেবল কল্‌সি উচ্ছুগ্‌গু-কর্ত্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেক ব্রাহ্ম কল্‌সি উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বেন। এবারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধূম করে কালী পূজো ক'রেছিলেন ও বিধবা বিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ী শ্রীবিষ্ণু স্মরণ ক'রে গোবর খেতেও ক্রটি করেন নি। আজকাল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়ীতে দুর্গোৎসবও হবে, আবার ফি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু-মুদ্রিত করে মড়া কান্না কাঁদ্‌তে হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা, না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাক্‌লে তিনি বুজ্‌তে পার্‌বেন না—আড্ডা থেকে না ডাক্‌লে শুন্‌তে পাবেন না? ক্রমে কৃশ্চানী ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে, মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে, খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দরের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটিং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানারকম পোষাক প'রে চড়ক দেখ্‌তে বেরিয়েছেন; কেউ কাঁসারিদের সঙের মত পাল্কীগাড়ার ছাদের উপর ব'সে চলেচেন! ছোটলোক, বড়মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খল্‌সে বলে আমিও যাই—বামুন-কায়েতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠ্‌লো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন; ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগ্‌লো—সন্ধ্যার পর দু-গাছী আটা ও একটু গ্যাব্‌ড়ানের বদলে—ফাউলকরী ও রোল রুটি ইন্ট্রডিউস হলো। শ্বশুর-বাড়ী আহার করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো দেখে, বোতলের দোকান,

কড়িগণা, মাকুঠেলা ও ভালুকের লোমব্যাচা কল্‌কেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগ্‌লো। থবকামান চৈতনফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেশান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁধে ক'রে, টেনা ধুতি প'রে, দোকানে যাওয়া আর ভাল দেখায় না; সুতরাং অবস্থাগত জুড়ী, বগী ও ব্রাউহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু এক-জন ভদ্রলোক মোসাহেব, তক্‌মা আরদালী ও হরকরা দেখা যেতে লাগ্‌লো। ক্রমে কলে কৌশলে, বেণেতী বেসাতে টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোটলোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুনওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেছেন—প্রায় অনেকেরই এক একটী পাশবালিস আছে—"যে আজ্ঞে" ও "হুজুর আপনি যা বলচেন, তাই ঠিক" বল্‌বার জন্য দুই এক গণ্ডমূর্খ বরাখুরে ভদ্রসন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ কর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্গা! কিন্তু প্রতি বৎসরের গার্ডেন ফিষ্টের খরচে—চার পাঁচটা ইউনিভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কল্‌কেতা সহরের আমোদ শিগ্‌গির ফুরায় না, বারইয়ারি পূজার প্রতিমা পূজা শেষ হলেও বারো দিন ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা, গলা ও ধসা হয়ে থাকে—সে সব বল্‌তে গেলে পুথি বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাট্‌কা চড়ক টাট্‌কা টাট্‌কাই শেষ করা গেল।

এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরী, টিনের মুহুরি দেওয়া তল্‌তা বাঁশের বাঁশী, হল্‌দে রং-করা বাখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তইরি গুড়িয়া পুতুল, শোলার নানাপ্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির-করা হাঁড়ি বিক্রী কত্তে বসেছে; ড্যানাক্‌ ড্যানাক্‌ ড্যাডাং ড্যাং চিংড়িমাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজ্‌চে; গোলাপী খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে। একজন চড়্‌কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে—মৈয়ে ক'রে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগ্‌লো। সকলেই আকাশপানে চড়্‌কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়্‌কী প্রাণপণে দড়ি ধ'রে কখন ছেড়ে পা নেড়ে ঘূর্‌তে লাগ্‌লো। কেবল "দে পাক দে পাক" শব্দ; কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষ মাস! একজনের পিট ফুড়ে ঘোরান হচ্ছে, হাজার লোক মজা দেখ্‌চেন।

পাঠক! চড়কের যথাকিঞ্চিৎ নক্সার সঙ্গে কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্সাইড জান্‌লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে; তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে, "সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালি।"

---

# কলিকাতার বারোইয়ারী পূজা।

"And these what name or title e'er they bear,
——I speak of all—"
*Beggars Bush.*

সৌখীন চড়ক-পার্ব্বণ শেষ হলো বলেই, যেন দুঃখে সজ্‌নেখাড়া ফেটে গেলেন। রাস্তার ধুলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। ঢাকিরা ঢাক ফেলে জুতো গড়্‌তে আরম্ভ কল্লে। বাজারে দুধ সস্তা হলো, (এত দিন গয়লাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিল না)। গন্ধবেণে ভালুকের রোঁ বেচ্‌তে ব'সে গেলেন! ছুতরেরা গুল্‌দার ঢাকাই উড়ুনিতে কাঠের কুঁচো বাঁধ্‌তে আরম্ভ কল্লে। জন্ম-ফলারে যজমেনে বামুনেরা :আদ্য শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁক্‌তে লাগ্‌লেন—তাই দেখে গর্‌মি আর থাক্‌তে পাল্লেন না; "ঘরে আগুন" "জলে ডোবা" ও "ওলা-উঠো" প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধ'রে চারদিকে ছোড়িয়ে পড়্‌লেন।

রাস্তার ধারের ফোড়ের দোকান, পচা নিচু ও আঁবে ভরে গেল। কোথাও একটা কাঁটালের ভূঁতুড়ির উপর মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ান রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘষে ভেঁপু করে বাজাচ্চে। মধ্যে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা ফলারের পাতের মত দেখাচ্চে—কুঠীওয়ালারা জুতো হাতে ক'রে বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের ধেণের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন,—আজ ছক্কড় মহলে পোহাবারো!

কল্‌কেতার কেরাঞ্চি গাড়ী বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, গ্যালবানিক শকের কাজ করে। সেকেলে আসমানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কল্‌কেতা থেকে গা-ঢাকা হয়েছে—কেবল দুই একখানা আজও খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালীঘাট আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কত্তে পারে নি বলেই আমরা কখন কখন দেখ্‌তে পাই।

"চার আনা!" "চার আনা!" "লালদিকি!" "তেরজরী!" "এস গো বাবু ছোট আদালত!" বলে গাড়োয়ানেরা সৌখীন সুরে চীৎকার কচ্চে; নবদ্বাগমনের বউ-এর মত দুই এক কুঠীওয়ালা গাড়ীর ভিতর বসে আচেন—সঙ্গী জুটচে না। দুই একজন গবর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন।

অনেকে চটে হেঁটেই চলেছেন,—গাড়োয়ানেরা হাসি-টিট্‌কিরির সঙ্গে "তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ী চড়া কর্ম্ম নয়!" কমপ্লিমেণ্ট দিচ্চে।

দশটা বেজে গেচে। ছেলেরা বই হাতে ক'রে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গাম্‌ছা কাঁধে ক'রে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জম্‌চেন। হেটো ব্যাপারীরে বাজারে বেচা-কেনা শেষ ক'রে থালি বাজ্‌রা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কল্‌কেতা সহর বড়ই গুল্‌জার—গাড়ীর হর্‌রা, সহিসের পয়িস্ পয়িস্ শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠ্‌চে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কর্ম্ম নয়।

বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিম্‌খাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া ক'রে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাধ্‌তে বেরিয়েছেন।

বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্ত্বুর, হাটখোলায় গদী, দশ বারটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাঠের ও চূণের পাঁচখান গোলা, নগদ দশ বার লাক টাকা দাদন ও চোটায় খাটে! কোম্পানীর কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন-দেন হয়ে থাকে; বার মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পূজোর সময় দশ বার দিনের জন্য বাড়ী যেতে হয়। একখানি বগি, একটী লাল ওয়েলার, একটী রাঁড়, ছটী তেলী মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ-ডেঁড়ে এক ভাউলে, ব্যাভার আয়েস ও উপাসনার জন্যে, নিয়ত হাজির!

বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ, বেঁটে খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোণার তাগা, কোমরে মোটা সোণার গোট, গলায় এক ছড়া সোণার ছ-নর হার, আহ্নিকের সময় খেল্‌বার তাসের মত চ্যাটালো সোণার ইষ্টিকবচ প'রে থাকেন, গঙ্গাস্নানটী প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কাণে ফোঁটাও ফাঁক যায় না। দাঁ মহাশয় বাঙ্গলা ও ইংরাজী নাম সই কত্তে পারেন ও ইংরেজ খদ্দের আসা যাওয়ায়, ছ চার ইংরাজী কোম্পানীর কন্‌ট্যাক্টে 'কম' আইস, 'গো' যাও প্রভৃতি দুই এক ইংরাজী কথাও আসে; কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড় কাজকর্ম্ম দেখ্‌তে হয় না, কানাইধন দত্তই তাঁর সব কাজকর্ম্ম দেখেন; দাঁ মশায় টানা পাখায় বাতাস খেয়ে, বগি চ'ড়ে, আর এস্‌রাজ বাজিয়েই কাল কাটান।

বার জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি "মা" ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার, দোকানদার ও হেটোরাই বারোইয়ারি পূজোর প্রধান উদ্যোগী। সংবৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মণ পিছু এক কড়া, ছ কড়া

বা পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে ছ এক বৎসরের দস্তুরি বারোইয়ারি খাতে জম্‌লে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোচের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়; তিনি বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রং-তামাসার বন্দোবস্ত করা তাঁরই ভার হয়।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, সুতরাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাধা ও আর আর কাযের ভার পেয়েছিলেন।

দত্ত বাবুর গাড়ী রুনু রুনু ছুনু ছুনু ক'রে সুড়িঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড়-মানুষের বাড়ীর দরজায় লাগ্‌লো। দত্ত বাবু তড়াক্ করে গাড়ী থেকে লাফিয়ে প'ড়ে দরোয়ানদের কাছে উপস্থিত হলেন। সহরের বড়মানুষের বাড়ীর দরওয়ানেরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক! "হোরির বক্সিস্" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" "রাখী পূর্ণিমার প্রণামি" দিয়েও মন পাওয়া ভার! দত্তবাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কব্‌লে একজন দরওয়ানকে বাবুকে এৎলা দিতে সম্মত কল্লেন। সহরের অনেক বড়মানুষের কাছে "কর্জ্জ দেওয়া টাকার সুদ" বা তাঁর "পৈতৃক জমিদারী" কিন্‌তে গেলেও, বাবুর কাছে এৎলা হলে, হুজুরের হুকুম হলে, লোক যেতে পায়; কেবল দুই এক জায়গায় অবারিত দ্বার! এতে বড়মানুষদেরো বড় দোষ নাই, 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত' 'উমেদার' 'কন্যাদায়' 'আইবুড়ো' ও 'বিদেশী ব্রাহ্মণ' ভিক্ষুকদের জ্বালায় সহরে বড়মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এদের মধ্যে কে মৌতা-তের টানাটানির জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট কল্লেও, তার সিদ্ধান্ত হয় না! দত্ত বাবু আধ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন; এর মধ্যে দশ বারো জনকে পরিচয় দিতে হলো, তিনি কিসের জন্যে হুজুরে এসেছেন। তিনি দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরোয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর চারআনা-দাদুনে দরওয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে হুজুরে পেস কল্লে।

পাঠক! বড়মানুষের বাড়ীর দরয়ানের কথায়, এইখানে আমাদের একটী গল্প মনে প'ড়ে গেল; সেটী না বলেও থাকা যায় না।

বছর দশ বারো হলো, এই সহরের বাগবাজার অঞ্চলের একজন ভদ্রলোক, তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটীকত ফ্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। জন্মতিথিতে আমোদ করা হিন্দুদের পক্ষে ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়; আমরা পুরুষপরম্পরা জন্মতিথিতে গুড়-দুধ খেয়ে, তিল বুনে, মাছ ছেড়ে, ( যার যেমন

প্রথা ) নতুন কাপড় প'রে, প্রদীপ জেলে, শাঁখ বাজিয়ে, আইবুড় ভাত খাবার মত—কুটুম্ব-বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন ক'রে থাকি। তবে আজ কাল সহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতর গোচের আমোদ ক'রে থাকেন। কেউ যেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ ক'রে,আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংজেদের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ করেন ; অভিপ্রায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এম্‌নি ক'রে আমোদ কত্তে থাকুন, চুলে ও গোঁফে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠী প'রে নাচ দেখ্‌তে বসুন,—প্রতিমা বিসর্জ্জন—স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পান যে, আজ বাবুর জন্মতিথি ; নেমন্তন্নেদের গা সার্‌তে আফিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগবাজারের বাবু সে রকমের কোন দিকেই যান নি, কেবল গুটীকতক ফ্রেণ্ডকে ভাল করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এ দিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুট্‌লেন, খাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সে দিন সকালে বাদ্‌লা হওয়ায় মাছ পাওয়া যায় নি। বাঙ্গালিদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা মাছের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগ্‌লেন ; নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন ; কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না—শেষ একজন জেলে একটা সের দশ বারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হলো। মাছ দেখে কর্ম্মকর্ত্তার খুসীর আর সীমা রইলো না। জেলে যে দাম্ বল্‌বে, তাই দিয়ে মাছটী নেওয়া যাবে মনে ক'রে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "বাপু, এটার দাম কি নেবে ? ঠিক বল, তাই দেওয়া যাবে।" জেলে বল্লে, "মশাই ! এর দাম বিশ ঘা জুতো !" কর্ম্মকর্ত্তা বিশ ঘা জুতো শুনে অবাক্ হয়ে রইলেন ; মনে কল্লেন,জেলে বাদ্‌লা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয় ত পাগল ! কিন্তু জেলে কোনক্রমেই বিশ ঘা জুতো ভিন্ন মাছটী দিবে না, এই তার পণ হলো। নিমন্তন্নে, বাড়ীর কর্ত্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য্য দাম শুনে, তারে কেউ পাগল, কেউ মাতাল ব'লে ঠাট্টা-মস্করা কত্তে লাগ্‌লো ; কিন্তু কোন রকমেই জেলের গোঁ ঘুচ্‌লো না। শেষে কর্ম্মকর্ত্তা কি করেন, মাছটী নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশ ঘা জুতো মাত্তে রাজি হলেন, জেলেও অম্লান বদনে পিঠ পেতে দিলে। দশ ঘা জুতো জেলের পিঠে পড়্‌বামাত্র, জেলে "মশাই ! একটু থামুন. আমার একজন অংশীদার আছে, বাকী দশ ঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান—দরজায় ব'সে আছে, তারে ডেকে পাঠান। আমি যখন বাড়ীর ভিতর মাছ নিয়ে আস্‌ছিলেম, তখন মাছের অর্দ্ধেক দাম না দিলে আমারে ঢুক্‌তে দেবে না বলেছিল, সুতরাং আমি ও

অর্দ্ধেক বখ্‌রা দিতে রাজি হয়েছিলেম।" কর্ম্মকর্ত্তা তখন বুঝ্‌তে পাল্লেন, জেলে কি জন্য মাছের দাম বিশ ঘা জুতো চেয়েছিল। দরওয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বখ্‌রার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাক্‌তে হলো না; কর্ম্মকর্ত্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশ ঘার অংশ দিলেন। পাঠক বড়মান্‌ষেরা! এই উপন্যাসটী মনে রাখ্‌বেন।

হুজুর দেড়হাত উঁচু গদীর উপরে তাকিয়ে ঠেস্‌ দিয়ে ব'সে আছেন, গা আদুল! পাশে মুন্সি মশায় চস্‌মা চোকে দিয়ে পেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কচ্চেন—সাম্‌নে কতগুলো খোলা খাতা ও একঝুড়ি চোতা কাগজ,আর একদিকে চার পাঁচজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বাবুকে "ক্ষণজন্মা" "যোগভ্রষ্ট" ব'লে তুষ্ট করবার অবসর খুঁজ্‌চেন। গদীর বিশ হাত অন্তরে দু জন বেকার 'উমেদার' ও একজন বৃদ্ধা-কন্যাদায় কাঁদো কাঁদো মুখ ক'রে ঠিক 'বেকার' ও 'কন্যাদায়' হালতের পরিচয় দিচ্চেন। মোসাহেবরা খালি-গায়ে ঘুরঘুর কচ্চেন, কেউ হুজুরের কাণে কাণে দুচার কথা কচ্চেন—হুজুর ময়ুরহীন কার্ত্তিকের মত আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রয়েচেন। দত্ত বাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হুজুর বারোইয়ারি পূজার বড় ভক্ত, পূজার কদিন দিবারাত্রি বারোইয়ারি তলাতেই কাটান; ভাগ্নে, মোসাহেব, জামাই ও ভাগনাপতিরা বারোইয়ারির জন্য দিন-রাত শশব্যস্ত থাকেন।

দত্তবাবু বারোইয়ারি-বিষয়ক নানা কথা কয়ে হুজুরি সবিস্ক্রিপ্‌সন হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন; পেমেণ্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দু টাকার হিসাবে দস্তরী কেটে ন্যান, দত্তজা ঘরপোড়া কাঠের হিসাবে ও দাওয়ানজীকে খুসী রাখ্‌বার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না। এদিকে বাবু বারোইয়ারি পূজার ক রাত্তির কোন্‌ কোন্‌ রকম পোষাক পরবেন, তার বিবেচনায় বিব্রত হলেন।

কানাই বাবু বারোইয়ারির বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দুটো অবধি নানা স্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মস্ত টাকা সই মাত্র হলো (আদায় হবে না তার ভয় নাই) কোথাও গলা ধাক্কা,তামাসা ও ঠেনাটা ঠানাটাও সইতে হলো।

বিশ বচ্ছর পূর্ব্বে কল্‌কেতার বারোইয়ারি চাঁদা সাধারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মোত্তর জমির খাজানা সাধার মত লোকের উনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন—অনেক চোটের কথা কয়ে, বড়মান্‌ষেদের তুষ্ট করে, টাকা আদায় কত্তেন।

একবার এক বারোইয়ারি-পাণ্ডারা এক চক্ষু কাণা এক সোণার-বেণের কাছে

চাঁদা আদায় কত্তে যান। বেণে বাবু বড়ই কৃপণ ছিলেন, “খাবার পরিবারকে” (অর্থাৎ মাকে.) ভাত দিতেও কষ্ট বোধ কত্তেন, তামাক খাবার পাতের শুক্‌নো নল-গুলি জমিয়ে রাখ্‌তেন; এক বৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রী কত্তেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উস্থল হতো। বারোইয়ারি অধ্যক্ষেরা বেণে বাবুর কাছে চাঁদার বই ধল্লে, তিনি বড়ই রেগে উঠ্‌লেন ও কোন মতে এক পয়সাও বারোইয়ারিতে বাজে খরচ কত্তে রাজ হলেন না। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন, কিন্তু বাবুর বাজে খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না; তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানীর কাগজের সঙ্গে বাক্সমধ্যে রাখা হয়—বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের পোষাক বেণেবাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সেলাই করেন—চাকরদের কাছে (একজন বুড়ো উড়ে মাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার, দিনে দুবার নিকেশ নেওয়া হয়—ধুতি পুরণো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন। বেণে বাবুর ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল; এ সওয়ায় সুদ ও চোটায় বিল-ক্ষণ দশ টাকা আস্‌তো, কিন্তু তার এক পয়সা খরচ কত্তেন না। (পৈতৃক পেসা) খাটি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন,তাতেই সংসার-নির্ব্বাহ হতো; কেবল বাজে খরচের মধ্যে, একটা চক্ষু, কিন্তু চসমায় দুখানি পরকলা বসান। তাই দেখে, বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ধ'রে বস্‌লেন, “মশাই! আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েচে, হয় চস্মাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।” বেণে বাবু এ কথায় খুসী হলেন; অনেক কষ্টে দুটী সিকি পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

আর একবার বারোইয়ারি পূজোর এক দল অধ্যক্ষ সহরের সিঙ্গি বাবুদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত; সিঙ্গি বাবু সে সময় আফিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষেরা চার পাঁচ জনে তাঁহাকে ঘিরে ধ'রে ‘ধরেছি, ধরেছি’ বলে চেঁচাতে লাগ্‌লেন। রাস্তায় লোক জমে গেল, সিঙ্গি বাবু অবাক্—ব্যাপারখানা কি? তখন একজন অধ্যক্ষ বল্লেন, “মশায়! আমাদের অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোয় মা ভগবতী সিঙ্গির উপর চড়ে কৈলাস থেকে আস্‌ছিলেন, পথে সিঙ্গির পা ভেঙ্গে গেছে; সুতরাং তিনি আর আস্‌তে পাচ্চেন না, সেইখানেই রয়েছেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন যে, যদি আর কোন সিঙ্গির যোগাড় কত্তে পার,তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ একমাস নানা স্থানে ঘূরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিঙ্গির দেখা পেলেম না; আজ আপনার দেখা পেয়েচি, কোন মতে ছেড়ে দেবো না—চলুন! যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্বির কর্‌বেন।” সিঙ্গি বাবু, অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে, বারোইয়ারির চাঁদায় বিলক্ষণ দশ টাকা সাহায্য কল্লেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা-সাধা বিষয়ে নানা উদ্ভট কথা আছে; কিন্তু এখানে সে সকলের উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পূজা আর কোথাও হতো না; 'আচাভো' 'বোম্বাচাক' প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজ্‌রা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া ক'রে, সং দেখ্‌তে যেতেন। লোকের এত জনতা হতো যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রী হতো, চোরেরা আণ্ডীল হয়ে যেতো; কিন্তু গরীব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়্‌তো না। গুপ্তিপাড়া, কাঁচ্‌ড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কল্‌কেতার নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামে কবার বড় ধুম ক'রে বারোইয়ারি পূজো হয়েছিল। এতে টক্করাটক্করিও বিলক্ষণ চলেছিল। একবার শান্তিপুরওয়ালারা, পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে, এক বারোইয়ারি পূজা করেন; সাত বৎসর ধ'রে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমাখানি ষাট হাত। উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জ্জন কত্তে হয়েছিল। তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা 'মার' অপঘাতমৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

এখন আর সে কাল নাই; বাঙ্গালী বড়মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েচেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পরা, মুক্তাভস্মের চূণ দিয়ে পান খাওয়া, এখন আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ী চ'ড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া, সহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্ঞা, হজুর, উঁচু গদী, কার্ত্তিকের মত বাউরি-কাটা চুল, এক পাল বরাখুরে মোসাহেব, রক্ষিত বেশ্যা আর পাকান কাছা—জলস্তম্ভ অর ভূমিকম্পের মত—'কখনোর' পাল্লায় পড়েছে!

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বড়মানুষ (পাড়গেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে-করা মোসাহেব রাখেন না; কেবল সহরে দু চার বেণে বড়মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন। বুক-ফোলান, বাঁকা সিঁথি, পইতের গোচ্ছা গলায়, কুঁচের মত চক্ষু লাল, কাণে তুলোয় করা আতর, (লেখা পড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণপরিচয়টী হয় নাই) আমরা খালি বেণে বড়মানুষ বাবুদের মজ্‌লিশে দেখ্‌তে পাই।

মোসাহেবী পেসা উঠে গেলেই, 'বারোইয়ারি' 'খেমটা' 'চেহেল' ও 'ফররার' লাঘব হবে, সন্দেহ নাই

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে—গয়লারা দুধের হাঁড়া কাঁধে ক'রে, দোকানে যাচ্চে। মেছুনীরে আপানাদের পাটা বঁটি ও চুব্ড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের-আলো-জ্বালা মুটেরা মৈ কাঁধে ক'রে দৌড়ুচ্চে, থানার সাম্নে পাহারাওয়ালাদের প্যারেড ( এঁরা লড়াই কর্‌বেন, কিন্তু মাতাল দেখে ভয় পান ) হয়ে গিয়েচে। ব্যাঙ্কের ভেটো কেরাণীরে ছুটি পেয়েছেন। আজ এ সময়ে বীরকৃষ্ণ দাঁর গদীতে বড় ধূম—বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা একত্র হয়ে, কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারি নমুনো দেখাবেন; কুমোর নমুনো-মত সং তৈয়ের করবে; দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত!

ফৌজদুরী বালাখানা থেকে ভাড়া ক'রে এনে, কুড়িটী বেল-লণ্ঠন ( রং বেরং—সাদা, গ্রিন্, লাল ) টাঙ্গান হয়েচে। উঠোনে প্রথমে খড়, তার উপর দরমা, তার উপর মাদরাজি খেরোর জাজিম্ হাস্‌চে। দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে, গণিব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আশপাশ থেকে, উকী-ঝুঁকী মাচ্চে—আজ তারা ঘরজামাই ও অন্নদাসভাগ্নেদের দলে গণ্য!

বীরকৃষ্ণ বাবু ধূপছায়া চেলীর জোড় এবং কলার-কপ ও প্লেটওয়ালা ( ঝাড়ের গেলাপের মত ) কামিজ ও ঢাকাই ট্যার্চ্চা কাজের চাদরে শোভা পাচ্ছেন, রুমালখানি কোমরে বাঁধা আচে—সোণার চাবি-শিক্লী, কোঁচাও কামিজের উপর, ঘড়ীর চেনের অফিসেয়েটিং হয়েচে!

পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গেলয়। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরেজদের প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগ্‌লো। গবো মুন্সী, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলী রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা-সোটা ও রাজা খেতাপ, ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়ুনির মত, রাস্তায় পাঁদাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ. মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎ শেঠ প্রভৃতি-বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগ্‌লো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্ম গ্রহণ কল্লে। সহরের যুবকদল গোখুরী, ঝক্‌মারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন। টাকা বংশগৌরবকে ছাপিয়ে উঠ্‌লেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচোশীল কলকেতার কায়েত-বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠ্‌লো। এই সময়ে হাফ-আখড়াই ও ফুল-আখড়াইয়ের সৃষ্টি ও এই অবধি সহরের বড়মানুষেরা হাফ-আখড়া-

হয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লেন। শামবাজার, রামবাজার, চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্ম্মা বাবুরো এক এক হাফ-আখড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়াস্থ ও দলস্থ গেরস্তগোছ হাড়হাবাতেরা সৌখীন দোহারের দলে মিশ্‌লেন। অনেকের, হাফ-আখড়াইয়ের পুণ্যে, চাকরী জুটে গেল। অনেকে পূজুরী দাদাঠাকুরের অবস্থা হতে একেবারে আমীর হয়ে পড়্‌লেন—কিছু দিনের মধ্যে তক্‌মা, বাগান, জুড়ী ও বালাখানা বনে গেল!

আমরা পূর্ব্বে পাঠকদের যে বারোইয়ারি পূজার কথা বলে এসেচি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাত্রি সেই বারোইয়ারিতলায় হাফ-আখড়াই হবে, তার উজ্জুগ হচ্চে।

ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়ীটিতে হাফ-আখড়াইয়ের দল বসেচে—বীরকৃষ্ণ বাবু বগী চড়ে প্রত্যহ আড্ডায় এসে থাকেন। দোহারেরা কুঠী থেকে এসে, হাত-মুখ ধুয়ে জলযোগ ক'রে রাত্রি দশটার পর একত্রে জমায়েৎ হন—ঢাকাই কামার, চাষাধোপা, পুঁটেতেলী ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোটবাবু অধ্যক্ষ! ছোটবাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেশায় শিবের বাবা! শরীর ডিগ্‌ডিগে, পইতে গোচ্ছা ক'রে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালা ও লালপেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি প'রে থাকেন। ডেড় ভরি আফিম ডেড়শ ছিলিম গাঁজা ও এক জালা তাড়ী রোজ্‌কা মৌতাতের উঠ্‌নো বন্দোবস্ত। পালপার্ব্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রা চড়ান।

অমাবস্যার রাত্রি—অন্ধকারে ঘুরঘুট্টি—গুড় গুড় ক'রে নড়্‌চে না; মাটী থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে; পথিকেরা এক একবার আকাশ-পানে চাচ্চেন, আর হন্ হন্ ক'রে চলেচেন—কুকুরগুলো থেউ থেউ কচ্চে—দোকানীরে ঝাঁপ-তাড়া বন্ধ ক'রে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে;—গুড়ুম্ ক'রে "নটার" তোপ পড়ে গেল। ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে আজ বড়ই ধুম। ঢাকার বীরকৃষ্ণ বাবু, চকবাজারের প্যালানাথ বাবু, দলপতি বাবুরো ও দু চার গাইয়ে ওস্তাদও আস্‌বেন। গাওনার সুর বড় চমৎকার হয়েচে—দোহারেরাও মিলে ও তালে দোরস্ত।

সময় কারুরই হাত-ধরা নয়—নদীর স্রোতের মত—বেশ্যার যোবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত, কারুরই অপেক্ষা করে না! গির্জ্জের ঘড়ীতে ঢং ঢং ঢং ক'রে দশটা বেজে গেল, সোঁ সোঁ ক'রে একটা বড় ঝড় উঠ্‌লো—রাস্তার ধূলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে—মেঘের কড়মড় কড়মড় ডাক ও বিদ্যুতের চম-

কানিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলী পাকাতে আরম্ভ কল্লে—মুষলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।

এদিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়ীতে অনেকে এসে জম্‌তে লাগ্‌লেন। অনেকে সকলের অনুরোধে ভিজে ঢ্যাপ ঢ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দেয়ালগিরিতে বাতি জ্বল্‌চে—মজ্‌লিস জক্ জক্ কচ্চে—পান, কলাপাতের এঁটো নল ও থেলো হুঁকোর কুরুক্ষেত্তর! মুখুয্যেদের ছোটবাবু লোকের খাতির কচ্চেন—'ওরে' 'ওরে' ক'রে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলী, ঢাকাই কামার ও চাষাধোপা দোহারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘণ্টো ও আটা নেব্‌ড়ান লুসে, ফরসা ধুতি-চাদরে ফিট হয়ে বসে আচেন—অনেকের চক্ষু বুজে এসেচে—বাতির আলো জোনাকিপোকার মত দেখ্‌ছেন ও এক একবার, ঝিম্‌কিনি ভাঙ্গ্‌লে মনে কচ্চেন, যেন উড়্‌চি! ঘরটী লোকারণ্য—সকলেই থাতায় থাতায় ঘিরে বসে আছেন,—থেকে থেকে ফুকুড়ি টপ্পাটা চল্‌চে;—অনেক সেয়ানা ফরমেসে জুতো যোড়াটী হয় পকেটে নয় পার নীচে রেখে চেপে বসেচেন;—জুতো এমন জিনিস যে, দোহারদলের পরস্পরেও বিশ্বাস নাই! চকবাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্ধ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু একজন ধর্‌তা দোহার প্যালানাথ বাবুর আস্‌বার অপেক্ষায় থাক্‌তে বেজার হচ্চেন—দু একজন "তাই ত" ব'লে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন; কিন্তু প্যালানাথ বাবু বারোইয়ারির একজন প্রধান ম্যানেজার, সৌখীন ও খোসপোষাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ! সুতরাং তাঁর অপেক্ষা না কল্লে তাঁরে অপমান করা হয়,—ঝড়ই হোক্ বজ্রাঘাতই হোক, আর পৃথিবী কেন রসাতলে যাক্ না, তাঁর এ সব বিষয়ে এমন সখ যে, তিনি অবশ্যই আস্‌বেন!

ধর্‌তা দোহার গোবিন্দবাবু বিরক্ত হয়ে নাকি সুরে 'মনালে বঁদিয়া' জিক্কুর টপ্পা ধরেছেন;—গাঁজার হুঁকো একবার এ থাকের পাশ মেরে ও থাকে গেল! ঘরের এক কোণে হুঁকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায়, সে দিকের থাকেরা রল্লা ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে, কোঁচা ও কাপড় ঝাড়্‌চেন ও কেমন ক'রে আগুন পড়্‌লো, প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিশন দিচ্চেন;—এমন সময় একখান গাড়ী গড়্ গড়্ ক'রে এসে দরজায় লাগ্‌লো। মুখুয্যেদের ছোটবাবু মজলিস থেকে তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে, বারাণ্ডায় গিয়ে, "প্যালানাথ বাবু! প্যালানাথ বাবু এলেন" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন;—দোহারদলে হুর্‌রে ও রৈ রৈ পড়ে গেলা—ঢোলে রং বেজে উঠ্‌লো। প্যালানাথ বাবু উপরে এলেন—শেকহ্যাণ্ড, গুডইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুক্‌তে আধ ঘণ্টা লাগ্‌লো।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেঁটে মানুষ, গত বৎসর পঞ্চাশ পেরিয়েচেন ; বাবু বড় হিন্দু—একাদশী-হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোষ, উত্থান ও নির্জ্জলা ক'রে থাকেন ; বাবুর মেজাজ গরিব ! সৌখীনের রাজা ! ১২১৯ সালে সারবর্‌ন্ সাহেবের নিকট তিনমাস মাত্র ইংরেজী লেখা-পড়া শিখেছিলেন ; সেই সম্বলেই এত দিন চল্‌চে—সর্ব্বদা পোষাক ও টুপি প'রে থাকেন ; ( টুপিটী এমনি হেলিয়ে হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কাণ আচে কি না, হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয় )। লক্ষৌ ফ্যাশানে (বাইজীর ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রাম-জামা, কোমরে দোপাটা ও মাথায় বাঁকা টুপি, তাঁর মনোমত পোষাক। বাই ও খেম্‌টা মহলে প্যালানাথ বাবুর বড় মান ! তাদের কোন দায়-দখল পড়্‌লে, বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন, বাইয়ের অনুরোধে হিন্দুয়ানী মাথায় রেখে কাছা খুলে ফয়তা দেন ও বারোইয়ারের নামে তস্‌বি পড়েন। মোসলমান মহলেও বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ! অনেক লক্ষৌয়ে পাতি ও ইরাণী চাপদাড়ি বাবুর বুজরুকি ও কেরামতের অনিয়ম এনসাফ ক'রে থাকেন ! ইংরেজী কেতা বাবুর ভাল লাগে না ; মনে করেন, ইংরেজী লেখা-পড়া শেখা শুদ্ধ কাজ চালাবার জন্য। মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবা-রাত্রি থেকে থেকে ঐ কেতাই এঁর বড় পছন্দ ! সর্ব্বদাই নবাবী আমলের জাঁক জমক, নবাবী আমীরী ও নবাবী মেজাজের কথা নিয়ে নাড়া চাড়া হয় ।

এদিকে দোহারেরা নতুন সুরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন্ রন্ কত্তে লাগ্‌লো ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চোম্‌কে উঠ্‌লো—কুকুরগুলো খেউ খেউ ক'রে উঠ্‌লো ;—বোধ হতে লাগ্‌লো যেন, হাঁড়িরে গোটাকতক শূয়ার ঠেঙ্গিয়ে মাচ্চে ! গাওনার নতুন সুর শুনে সকলেই বড় খুসী হয়ে সাবাস ! বাহবা ! ও শোভা-স্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগ্‌লেন—দোহারেরা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগ্‌লো ; সমস্ত দিন পরিশ্রম ক'রে ধোপারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিলো, গাওনার বেতরো আওয়াজে চম্‌কে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো ! রাত্রি দুটো পর্য্যন্ত গাওনা হয়ে, শেষে সে রাত্রের মত বেদব্যাস বিশ্রাম পেলেন—দোহার, সৌখীন বাবু ও অধ্যক্ষেরা অন্ধকারে অতি কষ্টে বাড়ী গিয়ে, বিছানায় আড় হলেন !

এদিকে বারোইয়ারি-তলায় সং গড়া শেষ হয়েচে। একমাস মহাভারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে ; কথক বেদীর উপর ব'সে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে, রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে, বস্তুত যা বল্‌চেন, সকলি কাশিরাম

খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক। কথকতা পোসটা ভাল—দিব্য জলখাবার, দিব্য হাতপাখার বাতাস; কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থলে আহার-বিহারের আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান্ কষ্ট। পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন; শ্রীধর অল্পবয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্ত্তমানদলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা; চাণক্যশ্লোকের দু-আখর পাঠ ও কীর্ত্তন-অঙ্গের দুটো পদাবলী মুখস্থ করেই, মজুরা কত্তে বেরোন ও বেদীতে ব'সে ব্যাস বধ করেন। কথা শোন্‌বার ও সং দেখ্‌বার জন্যে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েচে—কুমোর, ডাকওয়ালা ও অধ্যক্ষের থেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘূরে বেড়াচ্চেন ও মিছেমিছে চেঁচিয়ে গলা ভাঙ্‌চেন! বাজে লোকের মধ্যে দু একজন, আপনার আপনার কর্ত্তৃত্ব দেখাবার জন্য, 'তফাৎ তফাৎ' কচ্চে; অনেকে গোছালো-গোছের মেয়েমানুষ দেখে, সঙের তরজমা কোরে বোঝাচ্চেন! সংগুলি বর্দ্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত; বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্মগ্রহ করা ভার!

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন—অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে, দুর্য্যোধন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রয়েচেন। সঙেদের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই এক রকম, কেবল ভীষ্ম দুধের মত সাদা, অর্জ্জুন ডেমাটিনের মত কালো ও দুর্য্যোধন গ্রান!

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর, আফিমের দালালের মত পোষাক প'রে, বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্পূর, বরাহ-মিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—রত্নদের সকলেরই এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকী; হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন একদল অগ্রদানী ক্রিয়া-বাড়ী ঢোক্‌বার জন্য দরওয়ানের উপাসনা কচ্চে।

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোথাও কোটালেরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে,—শ্রীমন্তের মাথায় শালের শামলা, হাফ-ইংরেজী গোছের চাপ্‌কান ও পায়জামা পরা; ঠিক যেন একজন হাইকোর্টের প্লীডার প্লীড কচ্চেন! এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে—দেশদেশান্তরের রাজারা চারিদিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা-পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে ব'সে হোম কচ্চেন। রাজাদের পোষাক ও চেহারা দেখ্‌লে হঠাৎ বোধ হয়, যেন এক দল দরওয়ান স্যাক্‌রার দোকানে পাহারা দিচ্চে!

কোন খানে রাম রাজা হয়েচেন;—বিভীষণ, জাম্বুবান, হনূমান্ ও সুগ্রীব

প্রভৃতি বানরেরা, সহুরে মুচ্ছুদ্দি বাবুদের মত, পোষাক প'রে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেছেন—শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর কচ্চেন,রামের বাঁ দিকে সীতে দেবী; সীতের ট্যার্চ্চা শাড়ী, ঝাঁপ্‌টা ও ফিরিঙ্গি খোঁপায় বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে।

"বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন" সং বড় চমৎকার!—বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপী, পাইনাপোলের চাপ্‌কান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন; অথচ থাক্‌বার ঘর নাই, মাসীর বাড়ী অন্ন লুসেন, ঠাকুরবাড়ী শোন, আর সেনেদের বাড়ী বস্‌বার আড্ডা। পেট ভ'রে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফরমেশনের জন্যে রাত্রে ঘুম হয় না (মশারির অভাবও ঘুম ন হবার একটী প্রধান কারণ)। পুলিস, বড় আদালত, টালার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান; সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্মসভায়,মিটিং ও ক্লবে হাঁফ ছাড়েন, গোয়েন্দাগিরী, দালালী, খোসামুদী ও ঠিকে-রাইটরী ক'রে যা পান, ট্যাসল-ওয়ালা টুপী ও পাইনাপোলের চাপ্‌কান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসে সব ফুরিয়ে যায়! সুতরাং মিনি মাইনের স্কুলমাষ্টারীও কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়।

কোথাও "অসৈরণ সৈতে নারি শিকেয় ব'সে ঝুলে মরি" সং;—"অসৈরণ সইতে নারি" মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া পেন্টুলেন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতী কোট-চাপ্‌কান পরা, (বিলক্ষণ দেখ্‌তে পান অথচ) নাকে চস্‌মা, রাত্তিরে খানায় পড়ে ছুঁচো ধরে খান, দিনের বেলা রিফরমেশনের স্পিচ করেন দেখে—শিকেয় ঝুল্‌চেন!

এ সওয়ায় বারোইয়ারিতলায় "ভাল কত্তে পারবো না মন্দ কর্‌বো, কি দিবি তা দে," "বুক ফেটে দরজা,"ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে,""কাণা পুতের নাম পদ্মলোচন", "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়," "হাড় হাবাতে মিছ্‌রির ছুরি" প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েচে; সে সব আর এখানে উত্থাপন করার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিমের দু পাশে "বকা ধার্ম্মিক ও ক্ষুদে নবাবের সং বড় চমৎকার হয়েছে; বকা ধার্ম্মিকের শরীরটী মুচির কুকুরের মত নুদুর নাদুর—ভুঁড়িটী বিলাতী কুমড়োর মত—মাথা কামান, চৈতন ফক্কা ঝুঁটি করে বাঁধা—গলায় মালা ও ঢাকের মত গুটীকতক সোণার মাদুলি—হাতে ইষ্টিকবচ—চুলে ও গোঁফে কলপ দেওয়া—কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ; গত বৎসর আশী পেরিয়েচেন—অঙ্গ ত্রিভঙ্গ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে। গেরস্তগোচের ভদ্রলোকের মেয়ে-ছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্চেন—হরিনামের মালার ঝুলী ঘুরুচ্চেন! ঝুলির ভিতর থেকে গুটীকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে!

'ক্ষুদ্র নবাব'—ক্ষুদ্র নবাব দিব্যি দেখ্‌তে—দুধে আল্‌তার মত রং—আলবার্ট ফেশানে চুল ফেরানো—চীনের শূয়ারের মত শরীরটী ঘাড়ে গদ্দানে, হাতে লাল রুমাল ও পিচের ইষ্টিক—সিম্‌লের ফিন্‌ফিনে ধুতি মালকোঁচা ক'রে পরা—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় রাজারাজ্‌ড়ার পৌত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরোবে "ছিদে জোলার নাতি !"

বারোইয়ারি প্রতিমাখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু—ঘোড়ায় চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা, বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া, শোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো, মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি—সিঙ্গির গায়েরূপুলি গিল্টি ও হাতী সবুজ মক্‌মল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ, রং ও গড়নে আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে, যোড়হাত ক'রে, স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্চে—হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া-সিঙ্গিওয়ালা কুইনের ইউনিকরন্ ও ক্রেষ্ট!

আজ বারোইয়ারির প্রথম পূজো শনিবার—বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাই দত্ত, প্যালা-নাথ বাবু ও বীরকৃষ্ণ বাবুর ফ্রেণ্ড আহিরীটোলার রাধামাধব বাবুরো বেলা তিনটে পর্য্যন্ত বারোইয়ারি তলায় হাম্‌রাও হয়েছিলেন ;—তিনটে বড় বড় অর্ণা মোষ, এক-শ ভেড়া ও তিন-শ পাঁটা বলিদান করা হয়েচে ;—মূল নৈবিদ্যির আগা-তোলা মোণ্ডাটী ওজনে দেড় মণ। সহরের রাজা, সিঙ্গি, ঘোষ, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড় বড় দলের ফোঁটা-চেলি-টিকী-তিলকধারী উর্দ্দীপরা ও তক্‌মাওয়ালা, যত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিদেয় হয়েচে ;—'সুপারিস্' 'অনাহুতো' 'বেদলে' ও 'ফল্যারেরা' নিমতলার শকুনির মত টেঁকে ব'সে আছেন। কাঙ্গালী, রেয়ো, অগ্রদানী, ভাট ও ফকির বিস্তর জমেছিল ; পাহারাওয়ালারাই তাদের বিদেয় দেন—অনেক গরীব গ্রেপ্তার হয়।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো—বারোইয়ারিতলা লোকারণ্য ; সহরের অনেক বাবু গাড়ী চড়ে সং দেখ্‌তে এসেচেন—সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখ্‌চে। ক্রমে মজ্‌-লিসে দু একটা ঝাড় জ্বেলে দেওয়া হলো—সঙেদের মাথার উপর বেললণ্ঠন বাহার দিতে লাগ্‌লো। অধ্যক্ষ বাবুরো একে একে জমেয়াৎ হতে লাগ্‌লেন। নল-পরা থেলো হুঁকো হাতে ক'রে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চীৎকার ও 'এটা কর্' 'ওটা কর্' ক'রে হুকুম দিচ্ছেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে! দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস্, বড় বড় সাত গামলা দুধ ও বারোখানি বেণের দোকান ঝেঁটিয়ে ছোট বড় মাঝারি এলাচ, কর্পূর, দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েচে ;—

মিঠেকড়া, ভ্যাল্‌সা, অম্বুরি ও ইরানি তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে! এ সওয়ায় বিস্তর অন্তঃশিলে সরঞ্জামও প্রস্তুত আছে; আবশ্যক হলে দেখা দেবে।

সহরে ঢি ঢি হয়ে গেছে, আজ রাত্রে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোয় হাফ-আখ্‌ড়াই হবে। কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ-আকড়াই শুনতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠ্‌লো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগ্‌লো! কোঁচান-ধূতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনীর এক রাত্রের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠ্‌লো! চারপুরুষে পাঁচপুরুষে ক্রেপ্‌ ও নেটের চাদরেরা, অকর্ম্মণ্য হয়ে, নবাবী আমলে সিন্দুক আশ্রয় করেছিলেন, আজ ভলণ্টিয়র হয়ে মাথায় উঠ্‌লেন। কালো ফিতের ঘুন্সি ও চাবির শিকলি, হঠাৎ-বাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ ক'রে, ঘড়ীর চেনের অফিসিয়েটিং হলো—জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগ্‌লো।

বারোইয়ারি-তলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো;—একদিকে কাটগড়া-ঘেরা মাটির সং—অন্যদিকে নানা রকম পোষাকপরা কাটগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং। বড়মানুষেরা ট্যাসলওয়ালা টুপি, চাপকান, পেটি ও ইষ্টিকে, চালচিত্রের অসুর হতেও বেয়াড়া দেখাচ্চেন। প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণ বাবু লক্কাই লাট্টুর (লাটিম) মত ঘূরে বেড়াচ্চেন, দু কস দিয়ে, পাঁজির ছবির রক্তদন্তী রাক্ষসীর মত, পানের পিক গড়িয়ে পড়্‌চে। চাকর হরকরা, সরকার, কেরাণী ও ম্যানেজারদের নিশ্বেস ফ্যাল্‌বার অবকাশ নাই।

ঢং ঢং ক'রে গির্জ্জের ঘড়ীতে রাত্রি দুটো বেজে গেল। ধোপাপাড়ার দল ভরপূর নেশায় ভোঁ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে, আসরে নাব্‌লেন। অনেকে আখ্‌ড়াঘরে (সাজঘরে) শুয়ে পড়্‌লেন। বাঙ্গালীর স্বভাবই এই, পরের জিনিস পাতে পড়্‌লে শীগ্‌গির হাত বন্ধ হয় না; (পেট সেটি বোঝে না, বড় দুঃখের বিষয়!) ডেড় ঘণ্টা ঢোলক, বেহালা, ফ্লুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজ্‌লো—গোঁড়ারা দু শ বাহবা ও দু হাজার বেশ দিলেও;—শেষে একটী ঠাকুরুণ বিষয় গেয়ে, (আমরা গান্‌টী বুঝ্‌তে অনেক চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু কোনমতে কৃতকার্য্য হতে পাল্লেম না) ধোপাপাড়ার দল উঠে গেল, চকের দল আসরে নাব্‌লেন।

চকের দলেরাও ঐ রকম ক'রে গেয়ে, শোভাস্তরী, সাবাস ও বাহবা নিয়ে, উঠে গেলেন—এক ঘণ্টার জন্য মজ্‌লিস খালি রইলো; চায়না-কোট, আর ক্রেপের, নেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যারচা চাদরেরা—পিঁপড়ের ভাঙ্গা সারের মত—ছড়িয়ে পড়্‌লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গেল। চুরোট, তামাক ও চরসের

ধুঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠ্‌লো যে,সেবারে "প্রোক্লেমেশনের উপলক্ষে বাজিতে" বা কি ধোঁ হয়েছিল! বড় বড় রিভিউয়ের তোপে তত ধোঁ জন্মে না! আধ ঘণ্টা প্রতিমেখানি দেখা যায় নি, ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিল!

ক্রমে হঠাৎবাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াশার মত ও শরতের মেঘের মত, ধোঁ দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরিষ্কার হয়ে গেল! দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ধোপা-পুকুরের দল আসোর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আধ ঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসোর হতে দলবল সমেত আবার উঠে গেলেন। চকবাজারেরা নাব্‌লেন ও ধোপাপুকুরের দলের বিরহের উতোর দিলেন। গোঁড়ারা, রিভিউয়ের সোল্‌জারদের মত, দল বেঁধে দু থাক হলো। মধ্যস্থেরা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন—একদলে মিত্তির খুড়ো আর এক দলে দাদাঠাকুর বাঁধন্দার!

বিরহের পর চাপা কাঁচা খেউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচারও শেষ; (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারিও বাকি থাক্‌বে না।

ভোরের তোপ পড়ে গিয়েচে, পূর্ব্বদিক্ ফরসা হয়েচে, ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে—ধোপাপুকুরের দলেরা আসোর নিয়ে খেউড় ধল্লেন, 'সাবাস!' 'বাহবা!' শোভান্তরী!' 'জিতা রও!' দিতে দিতে গোঁড়াদের গলা চিরে গেল; এরই তামাসা দেখ্‌তে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন! বাঙ্গালীরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন—চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন! কুমুদিনী মাথা হেঁট কল্লেন! পাখীরা ছি ছি! ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাস্‌তে লাগ্‌লো! ধোপাপুকুরের দল আসোর নিয়ে খেউড় গাইলেন; সুতরাং চকের দলকে তার উতোর দিতে হবে। ধোপাপুকুর-ওয়ালারা, দেড় ঘণ্টা প্রাণপণে চেঁচিয়ে, খেউড়টী গেয়ে থাম্‌লে, চকের দলেরা নাব-লেন; সাজ বাজ্‌তে লাগ্‌লো! ওদিকে আখড়াঘরে খেউড়ের উতোর প্রস্তুত হতে লাগ্‌লো;—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন! গোঁড়ারা গরম হয়ে "আমাদের জিত, আমাদের জিত!" করে, চ্যাঁচাচেঁচি কত্তে লাগ্‌লেন; (হাতাহাতিও বাকি রইলো না)। এদিকে মধ্যস্থেরাও চকের দলের জিত সাব্যস্ত কল্লেন। হুও! হো! হো! হুর্‌রে ও হাততালিতে, ধোপাপুকুরের দলেরা মাটীর চেয়েও অধম হয়ে গেলেন—নেশার খোঁয়ারি—রাত জাগ্‌বার ক্লেশ ও হারের লজ্জায়—মুখুয্যেদের ছোটবাবু ও দুচার ধরতা দোহার একেবারে এলিয়ে পড়্‌লেন।

চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে, গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন—কারু কারু শুধু পা—মোজা পায়; জুতো কোথায়, তার খোঁজ নাই। গোঁড়ারা

আমোদ কত্তে কত্তে পেছু পেছু চল্লেন—বেলা দশটা বেজে গেল; দর্শকেরা হাফ-আখ্ড়াইয়ের মজা ভর্‌পুর লুটে বাড়ীতে এসে স্নুত, ঠাণ্ডাই, জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড় দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। ভাড়া-করা ও চেয়ে নেওয়া চায়না-কোট, ধুতি, চাদর, জামা ও জুতোরা কাজ সেরে, আপনার আপনার মানবধাড়ী ফিরে গেল।

আজ রবিবার। বারোইয়ারিতলায় পাঁচালী ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জম্‌লেন; এখনো অনেকের 'চোঁয়া ঢেকুর' 'মাথা ধরা' 'গা মাটী মাটী' সারোন। পাঁচালী আরম্ভ হয়েছে—প্রথম দল গঙ্গাভক্তিতরাঙ্গণী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন; পাঁচালী ছোট কেতার হাফ আখ্‌ড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ; স্নুতরাং রাত্রি একটার মধ্যে পাঁচালী শেষ হয়ে গেল।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাব্‌রিকাটা চুল, কপালে উল্কী, কাণে মাকড়ি! অধিকারী দূতী সেজে, গুটিবারো বুড়ো বুড়ো ছেলেকে সখী সাজিয়ে, আসোরে নাব্‌লেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচ্‌লেন, তার পর বাসদেব ও মণিগোঁসাই গান করে গেলেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্য্যন্ত 'কাল জল খাবো না!' 'কাল মেঘ দেখবো না!' (সামিয়ানা খাটিয়ে দিমু) 'কাল কাপড় পর্‌বো না!' ইত্যাদি কথাবার্ত্তায় ও 'নবীন বিদেশিনীয় !!' গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরাণ বনাত ও পচা শালের গাদী হয়ে গেল। টাকা, আধুলী, সিকি ও পয়সা পর্য্যন্ত প্যালা পেলেন; মধ্যে মধ্যে 'বাবা দে আমার বিয়ে' ও 'আমার নাম স্নুন্দরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে' প্রভৃতি রকমওয়ারি সঙের রকমওয়ারি গানেরও অভাব ছিল না। বেলা আট্টার সময়ে যাত্রা ভাংলো; একজন বাবু মাতাল, পাত্র টেনে বিলক্ষণ পেকে, যাত্রা শুন্‌ছিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রাতিমে প্রণাম কত্তে গেলেন; (প্রাতিমে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি)। কিন্তু প্রতিমার সিঙ্গি হাতীকে কাম্‌ড়াচ্ছে দেখে, বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো; কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবু করুণার স্নুরে—

"তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ি।
মানুষ মেলে টের্‌টা পেতে তোমায় যেতে হতো হরিণবাড়ী।
স্নুর্কি কুটে সারা হোতে, তোমার মুকুট যেত গড়াগড়ি॥
পুলিসের বিচারে শেষে স'পতো তোমায় গ্র্যান্‌যুড়ি।
সিঙ্গি মামা টের্‌টা পেতেন্ ছুটতে হতো উকীলবাড়ী॥

গান গেয়ে, প্রণাম করে চলে গেলেন।

সহরের ইতর মাতালদের ( মাতালদের বড় ইতরবিশেষ নাই, মাতাল হলে কি রাজা বাহাদুর, কি প্যালার বাপ, কি গোব্‌রা প্রায় এক মূর্ত্তিই ধরে থাকেন ) ঘরে ধ'রে রাখ্‌বার লোক নাই বলেই, আমরা, নর্দ্দমায় রাস্তায়, খানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামী কত্তে দেখ্‌তে পাই। সহরে বড়মানুষ মাতালও কম নাই, শুদ্ধ ঘরে ধ'রে পূরে রাখ্‌বার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে এখন মাতলামী কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামী করে থাকেন যে, অন্তরীক্ষ থেকে দেখ্‌লে পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙ্গালী বড়মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোটলোক মাতালের ভাগ্যে—চারি আনা জরিমানা—এক রাত্রি গারদে থাকা বা পাহারাওয়ালাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক কোঁৎকা মাত্র! কিন্তু বাঙ্গালী বড়মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা। পাখী হয়ে উড়্‌তে গিয়ে ছাদ থেকে প'ড়ে মরা—বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা, প্রতিমের নকল সিঙ্গি ভেঙ্গে ফেলে, আসল সিঙ্গি হয়ে বসা, ঢাকাকে মার সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া, ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট, কোর্ট, রেলওয়ে—এষ্টেসন ও অবশেষে মদ খেয়ে মাতলামী করে চালান হওয়া, এ সব ত আছে। এ সওয়ায় করুণা, গান, বক্‌সিস ও বক্তৃতার বেহদ্দ ব্যাপার।

একবার সহরের শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনেদী বড়মানুষের বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্চে। বাড়ীর মেঝো বাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুন্‌তে বসেচেন; সাম্নে মালনী ও বিদ্যে "মদন আগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" গান করে মুটো মুটো প্যালা পাচ্চে;—বছর ষোল বয়সের দুটো ইউব্রেড ছোকরা, সখী, সেজে,ঘুরে ঘুরে খেম্‌টা নাচ্চে। মজ্‌লিশে রূপার গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি চল্‌চে—বাড়ীর টিক্‌টিকী ও শালগ্রাম ঠাকুর পর্য্যন্ত নেশায় চুরচুরে ও ভোঁ! যাত্রায় ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোর ধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়্‌লো; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাত্তে আরম্ভ কল্লে। মালিনী বাবুদের দোহাই দিয়ে কেঁদে বাড়ী সরগরম করে তুল্লে। বাবুর চমকা ভেঙ্গে গেল; দেখ্‌লেন, কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে; অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড় রাগত হ'লেন, "কোন্ বেটার সাধ্যি মালিনীকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়" এই বলে সাম্‌নের রূপোর গেলাসটী কোটালের রগ তেগে ছুড়ে মাল্লেন; গেলাসটী কোটালের রগে লাগ্‌বামাত্র কোটাল 'বাপ!' বলে, অম্‌নি ঘুরে পড়্‌লো, চারি দিক্ থেকে লোকেরা, হাঁ হাঁ করে এসে কোটালকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গেল। মুখে জলের ছিটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা

তদ্বির হলো ; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—কোটালের পো একঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন ।

আর একবার ঠন্ঠনের 'র' ঘোষজা বাবুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পেকে মজলিসে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুন্‌ছিলেন। সমস্ত রাত বেহুঁসেই কেটে গেল, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ মশানে কোটালের হাঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো ; কিন্তু আসোরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হ'য়ে কেষ্ট ল্যাও, কেষ্ট ল্যাও' ব'লে ক্ষেপে উঠ্‌লেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বুঝালেন যে, "ধর্ম্ম অবতার ! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই," কিন্তু বাবু কিছুতেই বুঝ্‌লেন না ; ( কৃষ্ণ তাঁরে—নিতান্ত নির্দ্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায় ) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

আর একবার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুর কাছে, বড় নাকাল হয়েছিলেন ; সে কথাটীও না বলে থাকা গেল না। পূর্ব্বে এই সহরে বেণেটোলায় দ্বীপচাঁদ গোস্বামীর অনেকগুলি বড়মানুষ শিষ্য ছিল। বারসিমলের বোসবাবুরা প্রভুর প্রধান শিষ্য ছিলেন। একদিন কামতার রামহরি বাবু বোস্‌জা বাবুরে এক পত্রে লিখ্‌লেন যে, "ভেক নিতে আমার বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুটীকতক প্রশ্ন আছে ; সেগুলির যত দিন পূরণ না হচ্চে, তত দিন শাক্তই থাক্‌বো।" বোস্‌জা মহাশয় পরম বৈষ্ণব ; রামহরি বাবুর পত্র পেয়ে বড় খুসী হলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ ও প্রশ্ন পূরণ করবার জন্যে প্রভু নদেরচাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরি বাবুর সোণাগাছিতে বাসা। দু চার ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে ; সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন—সকালে বাড়ী আসেন, মদও বিলক্ষণ চলে ; দু চারটা নিমখাদাগোচের দাঙ্গার দরুণ, পুলিসেও দুই এক মোচলেকা হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর সোণাগাছির বড় জাঁক ; প্রতি ঘরে ধুনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুণ হিন্দুধর্ম্ম মূর্ত্তিমন্ত হয়ে সোণাগাজী পবিত্র করেন। নদেরচাঁদ গোস্বামী, বোস বাবুর পত্র নিয়ে, সন্ধ্যার পর সোণাগাজী ঢুক্‌লেন। গোস্বামীর শরীরটী প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত চৈতনফক্কা, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা, নাকে তিলক ও অদৃষ্টে ( কপালে ) এক ধ্যাব্‌ড়া চন্দন, হঠাৎ বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েচে ! গোস্বামীর কল্‌কেতায় জন্ম, কিন্তু কখন সোণাগাজীতে ঢোকেন নাই ( সহরের অনেক বেশ্যা সিম্‌লের মা-গোঁসাইয়ের জুরিস্‌ডিক্সনের ভেতর ) ! গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরি বাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরি বাবু কুঠী থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপি রকম নেশায় ভর্ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গতে 'অব হুজরত যাতে লণ্ডনকো' গাচ্চেন, আর মাথায় চাদর দিয়ে, বাইয়ানা নাচের উজ্জুগ কচ্চেন ; এমন সময় বোস বাবুর পত্র নিয়ে, গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। অমন আমোদের সময়ে একটা ব্রকোদর (বৃকোদর) গোঁসাইকে দেখ্‌লে, কার না রাগ হয় ? মজ্‌লিসের সকলেই মনে মনে বড় ব্যাজার হয়ে উঠ্‌লেন ; বোস্‌জার অনুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার হোতে পরিত্রাণ পান।

রামহরি বাবু, বোস্‌জার পত্র পড়ে, গোস্বামী মহাশয়কে আদর করে বসালেন। রামা, বামুনের হুঁকোটী জল ফিরিয়ে তামাক দিলে (হুঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের) মোসাহেবদের সঙ্গে তাঁর চোখ টেপাটেপী হয়ে গেল। একজন মোসাহেব দৌড়ে কাছের দরজীর দোকান থেকে হবে এলেন। এদিকে গাওনা ও ইয়ারকী কিছু সময়ের জন্য পোষ্টপন্ হলো—শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। গোস্বামী মহাশয়, তামাক খেয়ে হুঁকো রেখে, নানাপ্রকার শিষ্টাচার কল্লেন ; রামহরি বাবুও তাতে বিলক্ষণ ভদ্রতা কল্লেন।

রামহরি বাবু গোস্বামীকে বল্লেন, "প্রভু ! বষ্টুমতন্ত্রের কটী বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে ; আপনাকে মীমাংসা করে দিতে হবে। প্রথম, কেষ্টর সঙ্গে রাধিকার মামী সম্পর্ক, তবে কেমন করে কেষ্ট রাধাকে গ্রহণ কল্লেন ?"

দ্বিতীয়, "একজন মানুষ (ভাল দেবতাই হলো) যে, ষোল শত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এ বা কি কথা ?"

তৃতীয়, "শুনেচি কেষ্ট দোলের সময়ে মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন ; তবে আমাদের মটনচপ্ খেতে দোষ কি ? আর বষ্টুমদের মদ খেতেও বিধি আছে ; দেখুন, বলরাম দিনরাত মদ খেতেন, কৃষ্টও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।" প্রশ্ন শুনেই গোস্বামীর পিলে চম্‌কে গেল, তিনি পালাবার পথ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন ; এদিকে বাবুর দলের মুচ্‌কে হাসি ; ইসারা ও রূপোর গেলাসে দাওয়াই চল্‌তে লাগ্‌লো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পার্‌লেন না বলে, একজন মোসাহেব বলে উঠ্‌লো "হুজুর ! কালীই বড় ; দেখুন—কালীতে ও কেষ্টতে ক পুরুষের অন্তর,—কালীর ছেলে যে কার্ত্তিক—তার বাহন ময়ূরের যে ল্যাজ—কেষ্টোর মাথার উপর ; সুতরাং কালীই বড়।" এ কথায় হাসির তুফান উঠ্‌লো ; গোস্বামী নিজ স্বভাবগুণে গোঁয়ার্‌তিমোয় গরম হয়ে, পিট্টানের পথ দেখ্‌বেন কি, এমন সময় একজন মোসাহেব গোস্বামীর পায়ে টলে পড়ে, তার তিলক ও টিপ জিভ দিয়ে চেটে ফেল্লে ;

আর একজন 'কি কর!' 'কি কর!' বলে টিকিটি কেটে নিলেন। গোস্বামী, ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়ায় দেখে জুতো ও হরিনামের থলি ফেলে, চোঁচাদৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়্‌লেন! রামহরি বাবু ও মোসাহেবদের খুসীর সীমা রইলো না। অনেক বড়মানুষে এই রকম আমোদ বড় ভাল বাসেন ও অনেক স্থানে প্রায়ই এই রূপ ঘটনা হয়।

কল্‌কেতা সহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা যায়; সকলগুলি সৃষ্টি ছাড়া ও অদ্ভুত! ঠকবাগানে ধনুকর্ণ মিত্তির বাবুর বাপ, হ্যাট ড্রাইব মন্‌কিসন কোম্পানির বাড়ীর মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, এ সওয়ায় চোটা ও কেম্পানির কাগজেরও ব্যবসা কত্তেন। ধনু বাবু কালেজে পড়েন, একজামিন্ পাস করেচেন, লেক্‌চার শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন। সহরের বাঙ্গালী বড়মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে বিবেচনায় গাধায় বেহদ্দ; বুদ্ধিটা এমন সূক্ষ্ম যে, নেই বল্লেও বলা যায়; লেখা-পড়া শিখ্‌তে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌড়ায়, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ-মার ভয়ে অষুদ-গেলা গোছ! সুতরাং একজামিন্ পাস কর্‌বার পূর্ব্বে ধনুকর্ণ বাবু চার ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও তাঁর প্রথম মেয়েটীর বিবাহ পর্য্যন্ত হয়ে গিছ্‌লো। ধনু বাবুর দু চার স্কুলফ্রেণ্ড সর্ব্বদা আস্‌তেন যেতেন; কখন কখন লুকিয়ে চুরিয়ে —চরসটা, মাজমের বরফীখানা, সিদ্ধিটে আস্‌টাও চল্‌তো; ইচ্ছে খান', এক-আদ্দিন শেরিটে, শ্যাম্পিনটারও আস্বাদ নেওয়া হয়। কিন্তু কর্ত্তা স্বকলমে রোজ-গার ক'রে বড়মানুষ হয়েছেন, সুতরাং সকল দিকে চোখ রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্ব্বদা তাইস ক'রে থাকেন; সেই দবদবাতেই ইচ্ছে খানায় ব্যাঘাত পড়েছিল!

সমরভেকেশনে কালেজ বন্ধ হয়েচে;—স্কুল-মাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাছ ধ'রে ও বাজার ক'রে বেড়াচ্ছেন। পণ্ডিতেরা দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধরে চাসবাস্ আরম্ভ করেচেন; (ইংরেজী ইস্কুলের পণ্ডিত প্রায় ঐ গোছেরি দেখা যায়)। ধনু বাবু সন্ধ্যার পর, দুই চার স্কুল-ফ্রেণ্ড নিয়ে, পড়্‌বার ঘরে বসে আছেন; এমন সময়ে কালেজের প্যারী বাবু, চাদরের ভিতর এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা শেরি নিয়ে, অতি সন্তর্পণে ঘরের ভিতর ঢুক্‌লেন। প্যারী বাবু ঘরে ঢোক্‌বামাত্রই চার দিকের দোর-জান্‌লা বন্ধ হয়ে গেল;—প্রথমে বোতলটী অতি সাবধানে খুলে (বেরালে চুরি ক'রে দুধ খাবার মত করে) অত্যন্ত সাবধানে চল্‌তে লাগ্‌লো, ক্রমে ব্রাণ্ডি অন্তর্দ্ধেন হলেন—এ দিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠ্‌লো; দোর-জানালা খুলে দেওয়া হলো, চেঁচিয়ে হাসি ও গর্‌রা চল্‌তে লাগ্‌লো। শেষে শেরীও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরেজী ইস্পিচ ও টেবিল চাপড়ানো চল্লো—ভয়

লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল। এ দিকে ধনু বাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরুচ্ছিলেন; ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চীৎকার ও রৈ রৈ শব্দ শুনে গিয়ে দেখ্‌লেন, বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ হৈ কচ্চেন; সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠ্‌লেন ও ধনু বাবুকে যাচ্ছে তাই ব'লে গাল-মন্দ দিতে লাগ্‌লেন। কর্ত্তার গালাগালে একজন ফ্রেণ্ড বড়ই চটে উঠ্‌লেন, ও ধনুও তার সঙ্গে তেড়ে গিয়ে একটা ঘুষো মাল্লেন। কর্ত্তার বয়স অধিক হয়েছিল, বিশেষতঃ ঘুষোটী ইয়ংবেঙ্গালি (বাঁদুরের বাড়া); ঘুষি খেয়ে কর্ত্তা একেবারে ঘূরে পড়্‌লেন, বাড়ীর অন্য অন্য পরিবারেরা হাঁ হাঁ! ক'রে এসে পড়্‌লো; গিন্নী বাড়ীর ভিতর থেকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগ্‌লেন। তিরস্কার কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফ্রেণ্ডরা পুলিসের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এ দিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো; মার কাছে গিয়ে বল্লেন, "মা, বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক্, তোমার ভয় কি? ও ওল্ডফুল ম'রে যাক্ না কেন, ওকে আমরা চাইনে; এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে, তুমি, নতুন বাবা ও আমি একত্রে তিনজনে বসে, হেল্‌থ ড্রিঙ্ক করবো, ওল্ড ফুল মরে যাক্, আমি কোয়াইট রিফরম্‌ড বাবা চাই!"

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু, সুপ্রিমকোর্টের মিস্তুয়ার্স, থিক্ রোগ এণ্ড পিক্-পকেট উকীল সাহেবদের আফিসের খাতাঞ্জী। আফিসের ফের্‌তা রাধাবাজার হয়ে আস্‌চেন ও দুধারি দোকান ফাঁক্ যাচ্চে না। পাগ্‌ড়িটে এলিয়ে পড়েছে, ধূতি খুলে হতুলি পুতুলি পাকিয়ে গেছে, পাও বিলক্ষণ টল্‌চে, ক্রমে যোড়াসাঁকোর হাঁড়িহাটায় এসে একেবারে এড়িয়ে পড়্‌লেন, পা যেন খোঁটা হয়ে গেড়ে গেল; শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন! ঠাকুর বাবুদের বাড়ীর এক জন চাকর সেই সময়ে মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে যাচ্ছিল। রাম বাবু তাকে দেখে, "আরে ব্যাটা মাতাল" বলে টলে সরে দাঁড়ালেন। চাকর-মাতাল থেমে জিজ্ঞাসা কল্লে, "তুই শালা কে রে আমায় মাতাল বল্লি!" রাম বাবু বল্লেন, "আমি রাম!" চাকর বল্লে, "আমি তবে রাবণ!" রাম বাবু—"তবে যুদ্ধং দেহি" ব'লে যেমন তারে মাত্তে যাবেন, অমনি নেশার ঝোঁকে ধুপুস করে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল তাঁর বুকের উপর চড়ে বস্‌লো। থানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সময়ে রোঁদ ফিরে যাচ্ছিলেন; চাকর-মাতাল কিছু ঠিক ছিল, পুলিসের সার্জ্জন দেখে রাম বাবুকে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্যোগ কল্লে। রাম বাবুও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখেছিলেন; এখন রাবণকে পালাতে দেখে, ঘৃণা প্রকাশ করে বল্লেন, "ছি বাবা! এখন রামের হনু-মান্‌কে দেখে ভয়ে পালালে? ছি!"

রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল; আজ সোমবার—শেষ পূজোর আমোদ, চোহেল ও ফর্‌রার শেষ,—আজ বাই, খেম্‌টা, কবি ও কেত্তন।

বাইনাচের মজলিস চূড়োন্ত সাজানো হয়েছে; গোপাল মল্লিকের ছেলের ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বিয়ের মজলিস এর কাছে কোথায় লাগে? চকবাজারের প্যালানাথ বাবু বাই-মহলের ডাইরেক্টর, সুতরাং বাই ও খেম্‌টা নাচের সমুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল। সহরের নন্নী, সুন্নী, মুন্নী, খন্নী ও সন্নী প্রভৃতি ডিগ্রী, মেডেল সার্টিফিকেটওয়ালা বড় বড় বাইজীরা, ও গোলাপ, শাম, বিধু, খুদু, মণি ও চুণী প্রভৃতি খেম্‌টাওয়ালীরা নিজ নিজ তোবড়া তুব্‌ড়ি সঙ্গে ক'রে আস্‌তে লাগ্‌লেন। প্যালানাথ বাবু সকলকে মা গোঁসায়ের মত সমাদরে রিসিভ কচ্চেন—তাঁদেরও গরবে মাটীতে পা পড়্‌চে না।

প্যালানাথ বাবুর হীরের ওয়াচগার্ডে ঝোলান আধুলির মত মেকাবী হন্টীংএর কাঁটা নটা পেরিয়েচে। মজ্‌লিসে বাতির আলো শরদের জ্যোৎস্নাকেও ঠাট্টা কোচ্চে, সারঙ্গের কোঁয়া কোঁয়া ও তবলার মন্দিরের ঝুনু ঝুনু তালে, "আরে সাঁইয়া মোরারে তেরি মেরা জানিয়ে" গানের সঙ্গে, এক তরফা মজ্‌লিস রেখেছে। ছোট ছোট টাসল' হামামা' ও 'তাজেরা' এ কোণ থেকে এ কোণ, এ চৌক থেকে ও 'চৌকি' করে বেড়াচ্চেন (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা)! এমন সময়ে একখানা চেরেট গুড় গুড় করে বারোইয়ারিতলায় 'গড্‌ সেভ দি কুইন'—লেখা গেটের কাছে থাম্‌লো। প্যালানাথ বাবু দৌড়ে গেলেন—গাড়ী থেকে জরি ও কিংখাপে মোড়া জরির জুতো-শুদ্ধ একটা দশমুনী তেলের কুপো ও এক কুটে মোসাহেব নাব্‌লেন; কুপোর গলায় শিকলের মত মোটা চেন, আঙ্গুলে আঠারটা ক'রে ছত্রিশটা আংটী।

প্যালানাথ বাবুর একজন মোসাহেব "বড়বাজারের পচ্চু বাবু তলোর ও পিষ-শুড্‌সের দালাল, বিস্তর টাকা! বেশ লোক" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন; পচ্চু বাবু মজলিসে ঢুকে মজলিসের বড় প্রশংসা কল্লেন, প্যালানাথ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকুলি হলো। শেষ পচ্চু বাবু প্রতিমে ও মাথালো মাথালো সঙেদের যথা—কেষ্ট, বলরাম, হনুমান প্রভৃতি ভক্তিভরে প্রণাম কল্লেন। আর বাইজীকে সেলাম করে, দুখানি আমেরিকান চৌকী জুড়ে বস্‌লেন। দুটী হাত, এক কুড়ি পানের দোনা, চাবির থোলো ও রুমালের জন্য আপাতত কিছু ক্ষণের জন্য আর দুখানি চৌকি ইজারা নেওয়া হলো; কুটে মোসাহেব পচ্চু বাবুর পেছন দিকে বস্‌লেন, সুতরাং তারে আর কে দেখ্‌তে পায়! বড়মানুষের কাছে থাক্‌লে লোকে যে, 'পর্ব্বতের আড়ালে আছো' বলে থাকে, তাঁর ভাগ্যে তাই ঠিক ঘট্‌লো।

পচ্ছ, বাবুর চেহারা দেখে বাইজী আড়ে আড়ে চেয়ে হাস্‌চে ; প্যালানাথ বাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোর্‌রা দিয়ে খাতির কচ্ছেন ; এমন সময়ে গেটের দিকে গোল উঠ্‌লো—প্যালানাথ বাবুর মোসাহেব হীরালাল রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিয়ে মজলিসে এলেন।

রাজা বাহাদুরের গিল্‌টিকরা গালাভরা আশা, সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায়, দাঁড়ালো ! অঞ্জনারঞ্জন দেববাহাদুর গৌরবর্ণ দোহারা—মাথায় খিড়কীদার পাগ্‌ড়ী—জোড়া পরা—পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদ্‌মাইসের বাদ্‌শা ! গ্যাকার সদ্দার ! বাই, রাজা দেখে কাছ-বাগে সরে এসে, নাচ্‌তে লাগ্‌লো ; "পূজোর সময় পরবস্তি হই যেন" বলেই তবলচী ও সারঙ্গীরা বড় রকমের সেলাম বাজালে ; বাজে লোকেরা সং ও বাই ফেলে কোন অপরূপ জানোয়ারের মত রাজা বাহাদুরকে একদৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়্‌তে লাগলো, সহরের অনেক বড়মানুষ রকম রকম পোষাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজলিস রন্ রন্ কত্তে লাগ্‌লো। বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজলিসের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন ; বাপের শ্রাদ্ধেতে বামুন খাইয়েও তিনি এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

ক্রমে আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড়মানুষ মজলিস থেকে খস্‌লেন ; বুড়োরা সরে গেলেন, ইয়ারগোছের ফচ্‌কে বাবুরা ভাল হয়ে বস্‌লেন, বাইজীরা বিদেয় হলো—খেম্‌টা আসরে নাব্‌লেন !

খেম্‌টা বড় চমৎকার নাচ ! সহরে বড়মানুষ বাবুরা প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলে পুলে, ভাগ্নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে, একত্রে বসে—খেমটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ ক'রে খেম্‌টা নাচান ; কোন কোন খানে কিস না দিলে প্যালা পায় না !

বারোইয়ারিতলায় খেম্‌টা আরম্ভ হলো ; যাত্রার যশোদার মত চেহারা দুজন খেম্‌টাওয়ালী ঘুরে ঘুরে কোমর নেড়ে নাচ্‌তে লাগ্‌লো ; খেম্‌টাওয়ালারা পেছন থেকে "ফণির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি" গাচ্চে, খেম্‌টাওয়ালীরা ক্রমে নিমন্ত্রণেদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে, অগ্‌গরদানী ভিকিরির মত, প্যালা আদায় করে তবে ছাড়্‌চে ! রাত্রি দুটোর মধ্যেই খেম্‌টা বন্ধ হলো।

এইবার কবি। রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রণ ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজেবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আম-

লেও সেই রকম রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিলু, রামপ্রসাদ প্রভৃতি বড় বড় কবি-ওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দেখাদেখি অনেক বড়মানুষ কবিতে মাতেন! বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময়ে জন্ম গ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা) নবকৃষ্ণের একজন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিফরমেশনে রামমোহন রায়ের সম-তুল্য লোক—তিনিই বাগবাজারেদের উড়্‌তে শেখান। সুতরাং কিছু দিন বাগ-বাজারেরা সহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। একখানি পব্‌লিক আটচালা ছিল; সেইখানে এসে পাখী হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়্‌তেন; এ সওয়ায় বোসপাড়ার ভিতরেও দু চার গাঁজার আড্ডা ছিল! এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে; পাখীরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু একটা আধমরা বুড়ো গোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়; ইহারা দলভাঙ্গা ও টাকার খাঁকৃতিতে মনমরা হয়ে পড়েছেন, সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন! আড্ডাটী মিউনিসিপাল কমিশনরেরা উঠিয়ে দেছেন, এখন কেবল তার 'রুইন-মাত্র' পড়ে আছে। পূর্ব্বের বড়মানুষেরা এখনকার বড়মানুষদের মত ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, এড্রেস, মিটীং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না; প্রায় সকলেরই একটী একটী অবিদ্যা ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠ্‌তেন; আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিল—দু তিন ঘণ্টার কম আহ্নিক শেষ হতো না, তেল মাখ্‌তেও ঝাড়া চার ঘণ্টা লাগ্‌তো—চাকরের তেল মাখানীর শব্দে ভূমিকম্প হতো—বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল মাখ্‌তে বস্‌তেন। সেই সময়ে বিষয়কর্ম্ম দেখা হতো; কাগজপত্রে সই ও মোহর করা চল্‌তো, আঁচাবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন! এদের মধ্যে জমিদারেরা রাত্রি দুটো পর্য্যন্ত কাছারী কত্তেন; কেউ কেউ অমনি গাওনা বাজনা জুড়ে দিতেন; দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসা-হেবদের খোসামুদীতে ফুলে উঠ্‌তেন। গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপান্ত কল্লেও বক্‌সিস পেতো; কিন্তু ভদ্রলোক বাড়ি ঢুক্‌তে পেতো না; তার বেলা ল্যাঙ্গা তরওয়ালের পাহারা, আদব কায়দা! কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুয়ে—সন্ধ্যার পর উঠে কাজকর্ম্ম কত্তেন—দিন রাত ছিল ও রাত দিন হতো! রামমোহন রায়, গোপীমোহন দেব, গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো; (বাঙ্গালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচারচন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হলো। তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা বসলো, রাজা রাজনারায়ণ

কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন,সতীদাহ উঠে গেলো। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হলেন—ক্রমে সৎকর্ম্মে বাঙ্গালীর চোখ ফুটে উঠ্‌লো!

এদিকে বারোইয়ারিতলায় জমিদারা কাব আরম্ভ হলো ; ভাক্তোর জগা ও নিমতের রামা ঢোলে 'মহিম্নস্তব' 'গঙ্গাবন্দনা' ও 'ভেট্‌কিমাছের তিনখানা কাঁটা' 'অগ্‌গরদ্বীপের গোপীনাথ' 'যাবি তো যা যা ছুটে ধা' প্রভৃতি বোল বাজাতে লাগ্‌লো ; কবিওয়ালারা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উচু) গান ধল্লেন—

চিতেন।

"বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা করে ফাঁক।
এই বারে গেলে, তোমার কল্লে সূর্পণখার নাক্!"

আন্তাই।

ক্যামন সুখ পেলে কথলে শুলে,
ব্রহ্মত্তর দেবত্তর খড় নিতে জোর করে।
এখন জারী গ্যাল, ভুর ভাংলো,
তোমার আত্তো জুলুম চল্‌বে না!
পেনেলকোডের আইন গুণে মুখুয্যের পোর
ভাংলো জাঁক।
বে আইনীর দফারফা বদমাইসি হলো থাক্॥
কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না।
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুস্‌ড়ে গিয়েচেন।
কংস ধ্বংসকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন।
এখন গুমি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফোজ চল্‌বে না॥

জমিদারী কবি শুনে সহুরেরা খুসী হলেন, দু চার পাড়াগেঁয়ে রায়চৌধুরী, মুন্সী ও রায় বাবুরা মাথা হেঁট কল্লেন, হুজুরী আমমোক্তারেরা চোক্ রাঙ্গিয়ে উঠ্‌লো, কবিওয়ালারা ঢোলের তালে নাচ্‌তে লাগ্‌লো।

স্ক্যাভেঞ্জরের গাড়ী সার বেঁধে বেরিয়েচে। ম্যাথরেরা ময়লার গাড়ী ঠেলে জকুসনের ঘাটে চলেচে। বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ও খঞ্জনীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম ও

"ঝুলিতে মালা রেখে, জপ্‌লে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালায় ঠক্‌ঠকী, সব ফাঁকি।"

লোকের দোয়ারে দোয়ারে গান করে বেড়াচ্চে। কলু ভায়া ঘানি জুড়ে

দিয়েছেন। ধোপারা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোঝাই করা গরুর গাড়ী কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা যুড়ে যাচ্চে। ক্রমে ফর্সা হয়ে এলো। বারোইয়ারিতলায় কবি বন্ধ হয়ে গেল; ইয়ারগোছের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধ-বুড়োরা কেত্তনের নামে এলিয়ে পড়্‌লেন; দেশের গোঁসাই, গোঁড়া,—বৈরাগী ও বৈষ্টব একত্র হলো;—সিম্‌লের শাম ও বাগবাজারের নিস্তারিণীর কেত্তন!

সিম্‌লের শাম উত্তম কিত্তুনী—বয়স অল্প—দেখ্‌তে মন্দ নয়—গলাখানি যেন কাঁসি খন্ খন্ কচ্চে। কেত্তন আরম্ভ হলো—কিত্তনী "তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননি চুরী করি খাঞীছে, আরে, আরে ননি চুরী করি খাঞীছে তাথইয়া" গান আরম্ভ কল্লে; সকলে মোহিত হয়ে পড়্‌লেন! চারদিক্ থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগ্‌লো, খুলীরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগ্‌লো! কিত্তুনী কখন হাঁটু গেড়ে, কখন দাঁড়িয়ে, মধু-বিষ্টি কত্তে লাগ্‌লেন—হরি-প্রেমে একজন গোঁসাইএর দশা লাগ্‌লো; গোঁড়ারা তাঁকে কোলে ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌লো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন, জিভ দিয়ে সেইখানের ধূলো চাটুতে লাগ্‌লো!

হিন্দুধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাঁকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাই-গিরি তার সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটী রোগা দুর্ব্বল গোঁসাই দেখ্‌তে পাইনে! গোঁসাই বল্লেই, একটা বিকটাকার ধুম্রলোচন, ছেলে-বেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে আয়েস ও আহারাদি চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ কল্লেও সেরূপ জুটে উঠে না। গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান্ বলেই, অনেক দুর্লভ বস্তুও অক্লেশে ঘরে ব'সে পান। পেট ভরে মাল্পো ও ক্ষীর লোসেন ও রকমারি শিষ্যা দেখে চৈতন্যচরিতামৃতের মতে—

"যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন্।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ॥"

প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ায় কোন কোন গোঁসাই অগুর-টেকরের (মুদ্দফরাস্) কাজও ক'রে থাকেন—পাঁচ সিকে পেলে মন্ত্রও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস বেওয়া মলে এরা তার উত্তরাধিকারী হয়ে বসেন! একবার মেদিনীপুরে এক ব্রকোদ গোঁসাই বড় জব্দ হয়েছিলেন! এখানে সে উপকথাটীও বলা আবশ্যক।—

পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব তন্ত্রের গুরুপূজা প্রথা প্রচলিত ছিল—

নতুন বিবাহ হলে গুরুসেবা না ক'রে স্বামী-সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণ-রেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ী, সকল ঘরগুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ির সাম্‌নের বৈঠকখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সাম্‌নে দুটী শিবের মন্দির, একটী শাণ বাঁধানো পুষ্করিণী, তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিল। ক্রিয়েকর্ম্মে চক্রবর্ত্তীকে মাছের জন্যে ভাবতে হতো না। এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী, চাষের জন্য পাঁচখানা লাঙ্গল, পাঁচ জন রাখাল চাকর, পাঁচ জোড়া বলদ নিয়ত নিযুক্ত ছিল। চক্রবর্ত্তীর উঠোনে দুটী বড় বড় ধানের মরাই ছিল. গ্রামস্থ ভদ্রলোক মাত্রেই চক্রবর্ত্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেলতেন। চক্রবর্ত্তীর ছেলেপুলে কিছুই ছিল না, কেবল এক কন্যামাত্র; সহরের ব্রজভানু চাটুযোর ছেলে হরহরি চাটুয্যের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের সময় বর-কনের বয়স ১০। ১৫ বছরের বেশী ছিল না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া, কি মেয়ে আনা কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল। কেবল পালপার্ব্বণে, পিঠে সংক্রান্তি ও ষষ্ঠীবাটায় তত্ত্ব-তাবাস চলতো।

ক্রমে হরহরি বাবু কালেজ ছাড়লেন, এদিকে বয়সও কুড়ি একুশ হলো, সুতরাং চক্রবর্ত্তী জামাই নে যাবার জন্য স্বয়ং সহরে এসে ব্রজভানু বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। ব্রজভানু বাবু চক্রবর্ত্তীকে কয় দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়ীতে রাখলেন, শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরিরে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। একজন সরকার ও একজন চাকর হরহরি বাবুর সঙ্গে গেল।

জামাই বাবু তিন চার দিনে বেতালপুরে পৌঁছিলেন। গাঁয়ে সোর পড়ে গেল, চক্রবর্ত্তীর সহুরে জামাই এসেছে; গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটোছুটি জামাই দেখতে এলো। ছোঁড়ারা সহুরে লোক প্রায় দেখে নি; সুতরাং পালে পালে এসে হরহরি বাবুরে ঘিরে বস্‌লো। চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপে লোক রৈ রৈ কত্তে লাগলো; একদিকে আশপাশ থেকে মেয়েরা উকী মাচ্চে; এক পাশে কতকগুলো গোড়িমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েছে; উঠানে বাজে লোক ধরে না। শেষে জামাইবাবুকে জলযোগ করবার জন্য বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্ব্বে জলযোগের যোগাড় করা হয়েচে—পিঁড়ের নীচে চারদিকে চারটী সুপুরি দেওয়া হয়েছিল; জামাইবাবু যেমন পিঁড়েয় পা দিয়ে বসতে যাবেন, অমনি পিঁড়ে গড়িয়ে গেল; জামাই বাবু ধুপ করে পড়ে গেলেন—শালী শালাজ মহলে হাসির গর্‌রা পড়লো! (জলযোগের সকল

জিনিসগুলিই ঠাট্টাপোরা। মাটীর কালো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেশ, কাঠের আক ও বিচালির জলের চিনির জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরসুলো ও মাকোড়সা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুর পোরা। জামাই বাবু অতি কষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দু চার শালা সম্পর্কের জুটে গেল; সহরের গল্প, তামাসা ও রঙ্গেই দিনটী কেটে গেল।

রজনী উপস্থিত—সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে—রাখালেরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্চে। এক একটী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে করে নদীতে জল নিতে আস্‌চে—লম্পটশিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদের দেখ্‌বার জন্যই বাঁশঝাড়ে ও তালগাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্চেন। ঝিঁঝি পোকা ও উইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাকুচে। ভাম, খটাস ও ভোঁদড়েরা ভাঙ্গা শিবের মন্দির ও পড়ো বাড়ীতে ঘুরে বেড়াচ্চে। চাম্‌চিকে ও বাহুড়েরা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে; এমন সময় একদল শিয়াল ডেকে উঠ্‌লো—এক প্রহর রাত্রি হয়ে গেল। ছেলেরা জামাই বাবুরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল, পুনরায় নানা রকম ঠাট্টা ও আসল খেয়ে—জামাই বাবু নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুতে গেলেন।

বিবাহের পর পুনর্ব্বিবাহের সময়েও জামাই বাবু শ্বশুরালয়ে যান নাই; সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিলো; তখন দুই জনেই বালক-বালিকা ছিলেন। সুতরাং হরহরি বাবুর নিদ্রা হবার বিষয় কি? আজ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে,স্ত্রী মান ক'রে থাক্‌লে তিনি কলেজী এজুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্‌বেন এবং এর পর যাতে স্ত্রী লেখা-পড়া শিখেন ও চিরহৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে থাক্‌বেন। বাঙ্গালীর স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া "মিস ষ্টৌ, মিস্ টমসনও মিসেস বরকরলি ও লেডী বুলুয়ার লিটন" হতে পারে না? বিলিতী স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা—তবে কেন বড়ী দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝক্‌ড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল "ফরনেসে" বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ মা ও ভাতারবর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ক্রটিমাত্র! বাঙ্গালিসমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না! বিদ্যাসাগরেরস্ত্রীর হয় তো বর্ণপরিচয় হয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া—সাফরিদের মালা ও বাল্‌সির চন্নামেত্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত! এ ভিন্ন জামাই বাবুর মনে নানা রকম খেয়াল উঠ্‌লো, ক্রমে সেই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে ও পথের ক্লেশে